

আগে ক্লাস নাকি জনগণনার কাজ? স্পষ্ট করে দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ আগে ক্লাস নাকি জনগণনার কাজ? শুক্রবার রায়ে স্পষ্ট করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। রায়ে তিনি শিক্ষকদের জনগণনার কাজে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা একটি পয়েন্ট করে বলে দিয়েছেন। প্রথমত, ডিরেক্টর অফ সেনসাস শিক্ষকদের সার্ভিস নিতে হলে তাদের নির্দিষ্ট সময়, দিন, জায়গা জানিয়ে দিতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলে পঠনপাঠন ব্যাধ্য চালু রাখতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেনসাস কর্মরত শিক্ষকদের এই সময়ের মধ্যে সেনসাস ডিউটি-ই করতে হবে, শিক্ষকতা নয়। সেটাকেই ওই সময়ের মধ্যে তাদের ডিউটি হিসেবে গণ্য করতে হবে। তৃতীয়ত, সেনসাসের জন্য যে শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তারা সেই কাজ অস্বীকার করতে পারবেন না। উল্লেখ্য, পুরনো বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নতুন যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কুল শিক্ষা দফতর, যাতে জনগণনার কাজও শিক্ষকরা অন ডিউটি হিসাবে ধরতে পারেন। যদিও স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফ থেকে আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, শিক্ষকদের এমনভাবে ব্যবহার করুন যাতে কোনওভাবেই পড়াশোনা ব্যাহত না হয়। রাজ্য সরকারে প্রথম নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল যে, “জনগণনার কাজ করতে গিয়ে স্কুলের পঠনপাঠন যেন বিঘ্নিত না হয়। স্কুলের সময়ের পর অথবা সপ্তাহান্তে সেন্সাসের কাজ করতে পারবে।” এই নির্দেশিকা নিয়ে আগেই ওঠে প্রশ্ন। আগেই হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছিল যে, এই কাজ স্কুলের পাশেই নয়, যে তারা সহজে চলে যানেন। বিকেল চারটেয় ছুটি হলে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করে বাড়ি যাবেন কখন? প্রশ্ন করেছিল আদালত। ধারার আদালতে শুনানির আগেই নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্য সরকার।

‘বদলা নয়, ব্যবস্থার বদল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গে শ্রেফ রাজনৈতিক দলের বা মুখের পরিবর্তন ঘটানো হয়নি, আমূল ব্যবস্থার পরিবর্তন আনা হয়েছে- শিলিগুড়ির মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে এই বাতাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সংবিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার রূপরেখা তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে ‘শাসকের আইন’-এর কথা বলেছিল, তার অবসান ঘটিয়ে বাংলায় এখন ‘আইনের শাসন’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকার গঠনের প্রথম দিনগুলির স্মৃতিচারণ করে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশীর্বাদে গত ৯ মে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যপাল তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান। ১০ মে রবিবারের পর, ১১ মে সোমবার তিনি সচিবালয়ে প্রথম পা রেখেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে সই করেন-(১)



দেশের সুরক্ষার স্বার্থে সীমান্তে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের ফাইলে প্রথম স্বাক্ষর করেন তিনি। (২) বিগত তৃণমূল সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে জনগণনা আটকে রেখেছিল (যার জন্য ২০২৫ সালের ১৬ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠিও দিয়েছিলেন), তা অবিলম্বে চালুর সম্মতি দিয়ে মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেন। (৩) সারা দেশে বলবৎ হলেও বাংলায় আটকে থাকা ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ ১১ মে থেকেই এ রাজ্যে চালুর নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১০৫ দিনে তাঁর সরকার চারটি মূল নীতির ওপর ভর করে পরিচালিত হচ্ছে- ১. দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রের সুরক্ষায় কোনও আপস না করা। ২. সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন (দেশ ও রাজ্য আলাদা নিয়মে চলেতে পারে না)। ৩. পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ‘একাত্ম মানববোধ’-এর আদর্শে মানবতাবাদী জনকল্যাণমূলক কাজ করা। ৪. কেন্দ্র ও ● এরপর ৬ পাতায়...

‘শুভেন্দু আমার বন্ধু, ফোন করলেই পারমিশন, চিঠি যায় পরে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ আগস্টঃ রাজ্যে বিজেপি সরকারের ১০০ দিন পূর্তির আবেহে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার শিলিগুড়িতে এসএসবি-র একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের গতি নয়, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও প্রকাশ্যে আনলেন শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এল এমন এক সমীকরণের ছবি, যেখানে সরকারি কাজের প্রয়োজনে ফোন করলেই দ্রুত অনুমোদন পাওয়া যায়, আনুষ্ঠানিক চিঠি পরে পৌঁছয়। এসএসবি-র অনুষ্ঠানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে শাহ বলেন, “শুভেন্দুর প্রশংসা বিষয়ে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা পেতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই দ্রুত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। শাহর কথায়, “শুভেন্দুর প্রশংসা করতে চাই। উনি আসার পর সীমা সুরক্ষা নিয়ে আমাদের যখনই কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন



হয়েছে, ফোন করলেই পারমিশন পাওয়া যায়। চিঠি তো পরে যায়।” শুভেন্দু সরকারের প্রশাসনিক তৎপরতার উদাহরণ দিতে গিয়ে বিএসএফ ও এসএসবির জন্য জমি দেওয়ার প্রসঙ্গও সামনে আনেন শাহ। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে চাওয়া ১১২৯ একর জমি নতুন সরকার গঠনের মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যেই বিএসএফ ও এসএসবির জন্য দেওয়া হয়েছে। তবে আরও ২৯ একর জমি তখনও বাকি ছিল বলে জানান

তিনি। সেই জমির প্রসঙ্গই এ দিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় তুলেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহর বর্ণনা অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী তাকে জানিয়েছেন, ওই ২৯ একর জমির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পেলেই পরের দিন অনুমোদন দেওয়া হবে। এই ঘটনাকে শুভেন্দু অধিকারী সরকারের কাজের গতির উদাহরণ হিসেবেই তুলে ধরেছেন শাহ। এ দিন অবশ্য শুধু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর প্রশাসনিক ভূমিকার প্রশংসাতেই থামেননি অমিত শাহ। ● এরপর ৬ পাতায়...

প্রকাশ্যে আনলেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “শুভেন্দু অধিকারী শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বলেই তাঁর সঙ্গে এমন সমন্বয় তৈরি হয়নি। তাঁর কথায়, “শুভেন্দুজি আমার বন্ধু, আমি ওঁকে বুঝি।” দু’জনের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার উন্নয়ন এবং রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় বলেও জানান তিনি। শাহর দাবি, শুভেন্দু বোঝেন যে অনুপ্রবেশ বন্ধ না করলে পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সীমান্ত সুরক্ষার জন্য কাটাতারের প্রয়োজনীয়তার কথাও মুখ্যমন্ত্রী উপলব্ধি করেন বলে জানান তিনি। বর্তমান সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করতে গিয়ে আগের তৃণমূল সরকারকেও আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ বলেন, “এসএসবি বা বিএসএফ কোনও রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়। এগুলি দেশের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী। তাই দলমত নির্বিশেষে জওয়ানদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সুসম্পর্ক

‘যাদবপুরের পরিবেশ শান্ত রাখতে রাজনৈতিক দলের উত্থানি থেকে দূরে থাকা উচিত’, পড়ুয়াদের বার্তা স্বপন দাশগুপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি এবং সাম্প্রতিক সংঘাতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন রাসবিহারীর বিধায়ক তথা প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্বপন দাশগুপ্ত। একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে নিজের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাকেন্দ্রের সুনাম ক্ষুণ্ণ করছে। তাঁর দাবি, যাদবপুরের পরিবেশ শান্ত রাখতে সব রাজনৈতিক দলেরই

উসকানি থেকে দূরে থাকা উচিত। ঘটনার সূত্রপাত হয় গত বুধবার মধ্যরাতে, যখন যাদবপুর ক্যাম্পাসে এসএফআই এবং এবিডিপি-র সংঘর্ষ হয়। বৃহস্পতিবার তাণ্ডবের জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতদল প্রতীকটি ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ঠিক সীমানার কাছেই অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে সেখানকার যেকোনও ঘটনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব

আশেপাশের এলাকায় পড়ে। ছাত্র আন্দোলন বা রাজনীতি নতুন কিছু না হলেও, যাদবপুর বারবার নেতিবাচক খবরের শিরোনামে উঠে আসায় তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এটি রাজ্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’। সারা দেশে এই উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রের যাতে উন্নতি ও স্বীকৃতি বজায় থাকে, সেটাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। সংঘর্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতদল প্রতীক ভাঙচুর প্রসঙ্গে তিনি



বিশেষভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু এই প্রতীকটি তৈরি

করেছিলেন, যার সঙ্গে যাদবপুরের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মত্যাগের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই প্রতিষ্ঠান শ্রী অরবিন্দর শুরু করা ন্যাশনাল এডুকেশন আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই ধরনের অবমাননা অত্যন্ত লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি। পরিস্থিতি শান্ত করার আহ্বান জানিয়ে স্বপন দাশগুপ্ত পরামর্শ দেন যে, পড়ুয়াদের নিজস্ব উপায়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া উচিত এবং বাইরের

হস্তক্ষেপ যত কম হয়, ততই মঙ্গল। দুর্গাপূজার মতো সামাজিক উৎসবে যেভাবে দলীয় রাজনীতি জড়াতে দেওয়া হয় না, ঠিক তেমনি যাদবপুরের পরিবেশ শান্ত রাখতে সব রাজনৈতিক দলেরই উসকানি থেকে দূরে থাকা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। কোনও দলীয় বার্তা হিসেবে নয়, সম্পূর্ণ মন থেকে এই আবেদন করেছেন বলে ভিডিও বার্তায় উল্লেখ করেছেন এই বিধায়ক। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তাণ্ডবের ঘটনার পর থেকেই

নিরাপত্তা ক্রটি ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার প্রায় ৬৭ ঘণ্টা পর অভিযোগ দায়ের হলেও, মধ্যরাতে বহিরাগতদের প্রবেশ ও উপাচার্য বা রেজিস্ট্রারকে ফোনে না পাওয়ার অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ বহাল রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন এবং ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ আউটপোস্ট বসানোর মতো কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন।



কৃষি এবং কিশান কল্যাণ মন্ত্রালয়
ভারত সরকার



আবহাওয়ার ঝুঁকি থেকে আমাদের পরিশ্রমী কৃষক ভাই-বোনদের মঙ্গল সুরক্ষিত করায় প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। এর সুফল কোটি-কোটি কৃষক পাচ্ছেন।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী



“প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু হওয়াতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতি হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। আমি এই যোজনায় আমার নাম নথিভুক্ত করাতে যাচ্ছি। আমি সমস্ত কৃষককে অনুরোধ করছি যে আপনারা এই যোজনাতে নিজের নাম নথিভুক্তকরণ করান আর ফসল বিমার লাভ ওঠান।”

আগ্রহী কৃষক
বিশুজীৎ রায়
পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

আমি পেয়েছি ভরসা, ফসল পেয়েছে সুরক্ষা

ফসল বিমা করাও

সুরক্ষা কবচ পাও

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার ১০ বছরের প্রাপ্তি

- ৯২+ কোটি কৃষকের আবেদন প্রাপ্ত হওয়া
- ₹২ লাখ কোটির থেকেও বেশী ক্রেম কৃষকদেরকে পেমেন্ট করা
- ২৫+ কোটির কৃষকের আবেদনের ফসল বিমার লাভ প্রাপ্ত করা
- জাতীয় ফসল বিমা পোর্টাল দ্বারা স্বচ্ছ এবং দ্রুত দাবির পেমেন্ট

নথিভুক্তিকরণের শেষ তারিখ: ৩১শে আগস্ট, ২০২৬



প্রধানমন্ত্রী
ফসল বিমা যোজনা



দেশব্যাপী হেল্পলাইন ১৪৪৪৭

আপনার ফসলকে আজই বিমাকৃত করার জন্যে যোগাযোগ করুন

নিকটবর্তী কৃষি বিভাগ কার্যালয় | জনসেবা কেন্দ্র | ক্রপ ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ <https://play.google.com> | পোস্ট অফিস | ব্যাঙ্ক শাখা






@PMFBY

CBC 01148/13/0017/2627

সুস্থ আছেন ইমরান, হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনা হল জেলে



ইসলামাবাদ, ২১ আগস্টঃ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শুক্রবার ভোরে জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁকে ফের ফিরিয়ে আনা হয় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়াল্লা জেলে।প্রাক্তন পাক ক্রিকেট অধিনায়ক তথা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান ইমরান ২০২৬ সালের আগস্ট থেকে জেলবন্দি। গত জানুয়ারি তাঁর ডান চোখের রেটিনায় সমস্যা ধরা পড়ে। শ্রাস্জনিতি সমস্যাও রয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকার অসুস্থ ইমরানের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জেল থেকে শুক্রবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইমরানকো পাক তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার বলেনছেন, ‘ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইমরানের শারিরিক পরীক্ষ করে বলেছেন, উনি পুরোপুরি সুস্থ।

রেড রোডে ফের দৌরাওয়্য বেপরোয়া গাড়ির! আটক চালক, তদন্তে পুলিশ



কলকাতা, ২১ আগস্ট : কলকাতার রেড রোডে ফের বেপরোয়া গাড়ির দৌরাওয়্য। শুক্রবার সকালে একটি চার চাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয়দ্বারের সামনের গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারে। জোরালো ধাক্কায় ভেঙে পড়ে একাংশ পুরো গার্ডওয়ালা। গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ। সামান্য চোট লাগলেও তিনি নিরাপদেই রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটির গতি অত্যন্ত বেশি ছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় দ্বারের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। আচমকাই গার্ডওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। গার্ডওয়ালের একাংশ সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটির সামনের অংশ। ঘটনার পর রেড রোড ও সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়িটিকে চিহ্নিত করে পুলিশ। পরে গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে।

অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতি বিষ্ণুপুর পুরসভায়

বাঁকুড়া, ২১ আগস্টঃ বকেয়া বেতনের দাবিতে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পুরসভায় অস্থায়ী কর্মীসকল কর্মবিরতিকে কেন্দ্র করে চরম অচলাবস্থা তৈরি হল। শুক্রবার সকাল থেকেই পুরসভার বিভিন্ন দফতরের ফটকে তালা মুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আন্দোলনকারী অস্থায়ী কর্মচারীরা। কর্মচারীদের এই আন্দোলনের জেরে পুরসভার দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এদিন। দূরদূরান্ত থেকে পরিষেবার জন্য আসা সাধারণ মানুষ চরম হযরারি শিকার হন।অভিভোক্তারী কর্মীদের অভিযোগ, তাদের বেতন বকেয়া রয়েছে। একাধিকবার পুরসভার কর্তৃপক্ষের কাছে বকেয়া মেটানোর দাবি জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। বাধ্য হয়েই তাঁরা শুক্রবার থেকে কর্মবিরতির পথ বেছে নিয়েছেন। পুরসভা অচল হয়ে পড়ায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন জরুরি কাজের জন্য দূরদূরান্ত থেকে পুরসভায় এসেও খালি হাতে ফিরে যেতে হয় অনেককে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকানন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাৱত সরক্বারের পেশ্পাল ক্রাইম ট্রাঙ্ক্বে নর্শ্বে অন্ময়ী খ্পা হচ্ছে।

দেশের যে কোনও কাঠামোগত পরিবর্তনের পূর্বশর্ত সামাজিক রূপান্তরঃসি.আর. মুকুন্দু

বিশাখাপত্তনম, ২১ আগস্ট : অল্প প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠকের শেষ দিনে আরএসএস-এর সহ-সরকার্যবাহ সি.আর. মুকুন্দু বলেন, প্রস্তাবিত বিষয়টির প্রসঙ্গে বলি, প্রায় তিন বছর আগে যখন আমরা আরএসএস-এর শতবর্ষের কর্মসূচির পরিকল্পনা করছিলাম, তখনই আমরা এই ‘পঞ্চ পরিবর্তন’-এর কথা ভেবেছিলাম। আমরা অনুভব করেছিলাম, দেশের যে কোনও কাঠামোগত পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হলো সামাজিক রূপান্তর। সামাজিক রূপান্তর নিয়ে আলোচনার সময় আমরা পাঁচটি মূল ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছিলাম। এর মধ্যে অন্যতম একটি ক্ষেত্র হলো পরিবেশ সুরক্ষা। এটি কেবল সুরক্ষার বিষয় নয়, বরং পরিবেশকে আমরা কীভাবে দেখি বা অনুভব করি, তারও বিষয়। আমাদের পূর্বপুরুষ এবং ঋষি-মুনিরা বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র সৃষ্টি একে অপরের সাথে সংযুক্ত এবং আমরা তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। দৈনন্দিন আচরণের ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবার অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে



পারো।সি.আর. মুকুন্দু বলেন, সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষে আমরা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের প্রসারের ওপর জোর দিয়েছি। আমাদের কয়েকজন প্রবীণ সদস্য মনে করেছিলেন যে, দুই-তিনটি কারণে বিভিন্ন দেশের মূলধারার সমাজের কাছে আমাদের পৌঁছানো প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি হলো ভারত, হিন্দু এবং আরএসএস সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা বা

বয়ান তৈরি করা। হিন্দু, ভারত এবং আরএসএস সম্পর্কে প্রচুর ভুল তথ্য ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচুর রয়েছে। এর মোকাবিলায় আমাদের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি বা বয়ান গড়ে তুলতে হবে। এটি আমাদের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।মুকুন্দু বলেন, যেকোনো আদি বংশে, প্রতি বছর ২১,০০০ তরুণ স্বয়ংসেবক আমাদের ২১ দিনের প্রশিক্ষণ

কংগ্রেসের বিভাজনের রাজনীতি আর চলবে নাঃদিলীপ ঘোষ



কলকাতা, ২১ আগস্ট : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ এনে তোপ দাগলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, কংগ্রেসের বিভাজনের রাজনীতি আর চলবে না। শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, কংগ্রেস দেশকে বিভক্ত করেছে ও ‘বদে মাতরম’-কেও বিভক্ত করেছে। তবে, তাঁদের বিভাজনের রাজনীতি আর কাজ করবে না।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কিছু গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে যারা সবসময় দেশবিরোধী ম্লোগান দেয়। এর আগেও রাজ্যপালের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও ধরনের দেশবিরোধী ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ হওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পশ্চিমবঙ্গ সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলার সীমান্ত অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবসময়ই বাংলার সীমান্তকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়, তা নিশ্চিত করেছেন।

খানার সামনে রাহুলের ধর্নাকে তোপ রবিশঙ্করের



নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট : দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট খানার সামনে রাহুল গান্ধীর ধর্নাকে সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী নৈরাজ্যের রাজনীতি করছেন। বর্তমানে তিনি কোনও অনুমতি ছাড়াই পার্লামেন্ট স্ট্রিট খানায় ধর্নাব্যবসাচ্ছেন। পুলিশ তাদেরকে জানিয়েছে, তিনি যে ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই

একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। রাহুল গান্ধী, আপনি কি কোনও অহিংসকেই সম্মান করতে চান না? আমাদের সন্দেহ ও অভিযোগ যে, জাতীয় স্ত্রেত্র ‘বদে মাতরম’-এর বিষয়ে নিজেদের অবস্থানের কারণে কংগ্রেস এখন এক ধরনের কট্টর পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বহীন কংগ্রেস বর্তমানে যা করছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা বৈঠকে কলকাতা সভাপতিত্ব করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী

কলকাতা, ২১ আগস্টঃকেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী আজ পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা বৈঠকে কলকাতায় সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) শ্রীমতী মালতী রাভা রায় এবং ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শ্রী অনিল মালিকও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দফতর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী বলেন,



প্রধানমন্ত্রীর মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন এবং বিকশিত ভারত-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ প্রযোজ্য। তিনি বলেন, পর্যালোচনা থেকে পদক্ষেপ, পদক্ষেপ থেকে ফলাফল এবং ফলাফল থেকে পরিবর্তন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি প্রকল্পগুলির মাঠ

পর্যায়ে সমন্বয়বদ্ধ বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা এবং প্রকল্পগুলির তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের ওপর জোর দেন, যাতে নির্ধারিত সুবিধাভোগীদের কাছে প্রকল্পগুলির সুফল পৌঁছে দেওয়া যায়।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের অংশগ্রহণের জন্য তাঁদের ন্যায্যবাদ জানান এবং আশা

শিবিরে অংশ নেয়। এ বছরও ২১,০০০ তরুণ স্বয়ংসেবক প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছে। আমি কেবল একটি উদাহরণ দিচ্ছিঃআমাদের সমস্ত শাখায় দৈনিক উপস্থিতির মধ্যে ৬০ শতাংশেরও বেশি হলো তরুণরা। আমরা তাদের মধ্যে কাজ করি, তাই আমরা বুঝতে পারি তারা কী ভাবে এবং কীভাবে চিন্তা করে।আরএসএস-এর সহ-সরকার্যবাহ সিআর মুকুংদ বলেন, যখনই আমরা মিলিত হই-অর্থাৎ ৪০টিরও বেশি সংগঠন-তখন আমরা আলোচনা করি কীভাবে আগামী বছরগুলোতে আমাদের কাজের পরিধি বাানো যায়। আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে আমাদের সংগঠনকে সম্প্রসারিত করা যায় এবং আমাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও চিন্তাধারাকে... ...সমাজের প্রতিটি স্তরে আমাদের কার্যক্রম পৌঁছে দেওয়া। আমরা একে বলি ‘কার্য বিস্তার’ বা কাজের প্রসার-এটি কেবল একটি দর্শনই নয়, বরং এর একটি সাংগঠনিক দিকও রয়েছে। আমরা এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি...হওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে।

শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু পঞ্জাব বনধ, স্বাভাবিক ট্রেন পরিষেবা

অমৃতসর, ২১ আগস্ট : শান্তিপূর্ণভাবেই শুরু হয়েছে পঞ্জাব বনধ। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিক রয়েছে ট্রেন পরিষেবা। ‘কওমি ইনসাফ মোর্চা’ (কিউআইএম)-এর ডাকা পঞ্জাব বনধ শুক্রবার সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি এবং মহাশয় অথবা শহরাঞ্চলে যান চলাচলেও বড় কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি।ট্রেন সমন্বয়মতো চলাচল করছে, পাশাপাশি জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সম্ভাব্য যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। পাটিয়ালার পুলিশ সুপার (এসপি) মোহিত আগরওয়াল জানিয়েছেন, উদ্দেশ্যের কোনও কারণ নেই এবং বনধ মূলত শান্তিপূর্ণ

রয়েছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী এদিন সকালে সরকারি স্কুলগুলি খুলেছে, তবে সেরকারি স্কুলগুলি বন্ধ রয়েছে।মোহালি ও চণ্ডীগড় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে অধিকাংশ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিজেদের দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।শিখ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ‘কওমি ইনসাফ মোর্চা’ এদিন পঞ্জাবজুড়ে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ‘বনধ’-এর ডাক দিয়েছে, যার পরিস্থিতিতে অমৃতসর শহরজুড়ে বিভিন্ন মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন শিখ সংগঠন এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে। এডিসিপি হরপাল সিং বলেন, এখানকার সব বাজার বন্ধ রয়েছে। অমৃতসরের সব এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শহরে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। সব সংগঠনই এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে।

যাদবপুরে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি

কলকাতা, ২১ আগস্ট :বহিরাগত তাণ্ডবের অভিযোগে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ পক্ষ। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে যাদবপুর থানায় লিখিত ভাবে অভিযোগ জানানেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে থাকা সব সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।শুক্রবার শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নির্দেশে তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে এবং যাদবপুর থানায় লিখিত ভাবে অভিযোগ জানানো হচ্ছে।শিক্ষক এবং পড়ুয়াদের দাবি মেনে যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করছেন

পাশ্পাঘরে বিশাল অজগর, আতঙ্ক গড়িগ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ২১ আগস্ট : ধানজমির পাশের একটি জল পাস্পের ঘরে বিশাল কৃতির অজগর দেখতে পাওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর-২ রকের গড়িগ্রামে। শুক্রবার সকালের কয়েকজন গ্রামবাসী প্রথমে পাশ্পাঘরের ভিতরে সাপটিকে দেখতে পান। বিশাল আকারের অজগর দেখে আতঙ্কিত হয়ে তাঁরা অন্যদের

খবর দেন। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড় জমে যা।সাপটি বড় হওয়ায় গ্রামবাসীরা সেটিকে ধরার চেষ্টা না করে স্থানীয় সর্পশ্রমী রাহুল দত্তগাটকে খবর দেন। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে সর্পকর্তার সঙ্গে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। কিছুক্ষণের চেষ্টায় অজগরটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। পরে সেটিকে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়

রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে সোনিয়ার আত্মজীবনীর প্রচ্ছদ প্রকাশ্যে আনলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট : আগামী নভেম্বরে প্রকাশিত হবে সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী। গত বৃহস্পতিবার রাজীব গান্ধীর ৮২-তম জন্মবার্ষিকীতে সেই আত্মজীবনীর প্রচ্ছদ প্রকাশ্যে আনলেন রাজীব ও সোনিয়ার পুত্র রাহুল গান্ধী।সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে রাহুল গান্ধী তাঁর মা সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে লিখেছেন, বাবার মৃত্যুর পর আমি দেখেছি তুমি প্রতিটি প্রতিকূলতা সাহস ও মর্যাদার সঙ্গে মোকাবিলা করেছ।তোমার জীবন কতটা কঠিন ছিল, তা শুধু প্রিয়াক্ষা আর আমিই জানি। আমি গর্বিত যে এখন লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমার লাইন্সের গল্প পড়তে পারবে। সোনিয়া গান্ধী ব্যক্তিগত জীবনকে অন্তরালে রাখতেই পছন্দ করেন। তাঁর পুরো গল্প বিশ্বের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া



অত্যন্ত কঠিন ছিল। আজ বাবার জন্মবার্ষিকীতে, আমি তাঁকে (রাজীব গান্ধী) হাসতে দেখছি, তিনি তাঁর সুন্দরী সোনিয়াকে নিয়ে গর্ববোধ করছেন।উল্লেখ্য, সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী বিলগিংঃএ জার্নি অফ লাভ চলতি বছরের ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হতে চলেছে। ৫৪৪ পৃষ্ঠার এই বইতে ইটালি থেকে ভারত পর্যন্ত সোনিয়া গান্ধীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ যাত্রার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

বন্দেমাতরম নিয়ে যা চলছে দেশে তা কাম্য নয়, মন্তব্য মায়াবতীর



লখনউ, ২১ আগস্ট : বন্দেমাতরম নিয়ে যা চলছে দেশে তা মোটেও কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে মায়াবতী লেখেন, বর্তমানে ‘বদে মাতরম’ পুরোটা গাওয়া হবে, নাকি কেবল প্রথম দু’টি স্তবক গাওয়া হবে, কিংবা আদৌ গাওয়া হবে না-এ নিয়ে যে রাজনীতি চলছে, তা মোটেও ঠিক নয়। এ বিষয়ে আমাদের দলের অবস্থান হলো, ‘বদে মাতরম’ গাওয়া নিয়ে সংশদে সম্প্রতি যে আইন পাস হয়েছে, এমন ঘটনা কিন্তু এবারই আছে নয়। কারণ, কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে ক্ষমতার পালাবদলের সময় সন দলই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে কিংবা নিজেদের বার্থতা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর লক্ষ্যে এই ধরনের কাজ করে থাকে-অর্থা, তারা একে অপরের প্রণীত আইন পরিবর্তন করতে থাকে।মায়াবতী আরও জানান, অথচ এই সময়ে কেন্দ্রীয় ও সব রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলের উচিত দেশ ও জনস্বার্থার্থগন্থি বিষয়গুলির ওপর যথাযথ মনোযোগ দেওয়া।বিশেষ করে বেকার তরুণ-তরুণী, ‘জেন-জি’ প্রজন্মের শিক্ষার্থী, ‘জেন-আলফা’ প্রজন্মের স্কুলপড়ুয়া শিশু এবং দেশের কিছু অংশে আঘাত হানা ভয়াবহ বন্যায় জীবন ও সম্পদের যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে-সেসব-সহ আরও অনেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। দেশের ও জনগণের বর্তমান স্বার্থে এটিই সময়ের সবচেয়ে জরুরি দাবি।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে পুরুলিয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ মহিলাদের

পুরুলিয়া, ২১ আগস্ট : অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার ৬০এ জাতীয় সড়কে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল থেকেই পুরুলিয়ার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বহু মহিলা রেনি-প্রভেরে কাছে জড়ো হতে শুরু করেন। এরপর তারা ৬০এ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ম্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। আন্দোলনকারী মহিলাদের দাবি, তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য, কিন্তু তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পাছে না।বিক্ষোভের কারণে ব্যস্ততম জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আটকে পড়ে বহু পণ্যবাহী গাড়ি ও দূরপাল্লার বাস। খবর পেয়ে পুরুলিয়া সদর থানার আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ আধিকারিকরা ক্ষুব্ধ মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর অবরোধ উঠে যায় এবং ওই জাতীয় সাকে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দ্রুত টাকা না মিললে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের পথ বাছবেন তাঁরা।

পুরাতন মালদার নারায়ণপুর গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টে জেলা প্রশাসনের মক ড্রিল



মালদা, ২১ আগস্ট : সম্ভাব্য শিল্প দুর্ঘটনা মোকাবিলায় প্রস্তুতি যাচাই করতে শুক্রবার পুরাতন মালদার নারায়ণপুর গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হল। দুর্ঘটনার সময় বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে দ্রুত সমন্বয় তৈরি করে উদ্ধার ও ত্রাণকাজ পরিচালনা কতটা কার্যকরভাবে করা সম্ভব, তা যাচাই করাই ছিল এই মহতার মূল উদ্দেশ্য।মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ্য সরকার। এছাড়াও জেলা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক, কিউআরটি বা রেসকিউ টিম, স্বাস্থ্য দপ্তর, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস-সহ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।মহড়ায় গ্যাস লিক এবং অগ্নিকান্ডের মতো জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে কীভাবে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে, তা বাস্তবসম্মতভাবে প্রদর্শন করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে আক্রান্তদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, উদ্ধারকাজ পরিচালনা এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার বিভিন্ন ধাপ মহতারণা মায়মেনে তুলে ধরা হয়।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিলাঞ্চলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিভিন্ন সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্মীসহের প্রস্তুতি যাচাই করার পাশাপাশি তাদের দক্ষতাও বাড়ানো সম্ভাব্যপ্রশাসনের দাবি, এ ধরনের মহড়া ভবিষ্যতে সম্ভাব্য দুর্ঘোগে মোকাবিলায় প্রস্তুতি আরও জোরদার করবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণকাজ পরিচালনায় সহায়ক হবে।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পেয়ে চুঁচুড়ায় উপচে পড়া ভিড় বিধায়কের কার্যালয়ে

ছগলি, ২১ আগস্ট : অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ৩,০০০ টাকা পাওয়ার আনন্দে চুঁচুড়া নোভািজ সুভাষ সেবা কেন্দ্রে উপচে পড়া ভিড় দেখা গেলো। টাকা পাওয়ার পর এলাকার বহু মহিলা বিধায়ক সুবীর নাগকে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে ধন্যবাদ জানাতে সেবা কেন্দ্রে উপস্থিত হন।এদিন সেবা কেন্দ্রে আসা মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক সুবীর নাগ খবর কেে জানি আজ।

রাশিফল

মেঘঃআজকের দিনটি উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস এবং নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসবে। আপনার পরিকল্পনা গুলিকে গুছিয়ে নেওয়া এবং নিজের লক্ষ্যের দিকে অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ করার জন্য এটি একটি চমকার সময়। বিবাহের যোগ হবে। বৃষঃ আজ আপনাকে মনোযোগি ও আশাবাদী থাকার জন্য উৎসাহিত করবে। আপনার নিষ্ঠা ধীরে ধীরে ইতিবাচক ফল এনে দিচ্ছে, তাই আত্মবিশ্বাস। স্না হারিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যান।। মিতুন্ঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। শুভদিন। কর্কটঃআপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিজ্ঞা। চিন্তা করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার মেজাজ পরিবর্তন করুন। সিংহ : এজকের দিনটি আত্মবিশ্বাস, আশাবাদ এবং উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগে ভরপুর থাকবে। সসারে শান্তি হতে পারে।। কন্যাঃ আজ সাফল্য ও ধারাবাহিক অগ্রগতির সম্ভাবনাময় সুযোগ আসবে। আপনার নিষ্ঠা ও বিশ্লেশপাশ্র্যক চিন্তাভাবনা পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনে সাহায্য করবে। কাজেরা সুযোগ। তুলাঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ শাস্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। আপনার তাদের খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, অন্যথা আপনি আসন্ন সময়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।

বৃশ্চিকঃ আজকের দিনটি অর্থপূর্ণ অগ্রগতি ও উত্তেজনাপূর্ণ সম্ভাবনার দ্বারা খুলে দেবে। ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আপনাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করতে পারে। প্রেম আসতে পারে আজকে। ধনঃ আজকের দিনটি অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও ইতিবাচক অগ্রগতি নিয়ে আসবে। আপনার প্রফুল্ল মনোভাব আশপাশের মানুষদের প্রভাবিত করবে এবং দলগত কাজিকে উসাহিত করবে। শুভ দিন হবে। মকরঃআজকের দিনটি ভাগ্যসাম্য, ক্ষত্রিয়দের দৃষ্টি অগ্রগতির দিকে উসাহিত করবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে, যা বাড়িতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবে। শুভদিন। কুন্তঃবয়স্করা তাঁদের বাতি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন। দীর্ঘ স্থায়ী সম্ভাবনাসহ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। আপনার অত্যধিক শক্তি এবং অসাধারণ উদ্যম আপনার অনুকূলে ফলাফল আনতে পারে এবং গার্হস্থ্য উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে। মীনঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। যারা শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন তারা আজ ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারেন। প্রেম বার্থ আজ

আবহাওয়া

বৃষ্টি থামতেই গুমেট ও ভ্যাপসা গরমে ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বেজেছে অশ্রুপ্তিও, কলকাতায় শুক্রবার সকালেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকল স্বাভাবিকের ওপরেই। আগামী ২৪ ঘণ্টাও এই অশ্রুতিকর গরম বজায় থাকবে, বিষ্ণিগুভাবে বৃষ্টি হলেও স্বপ্তি মিলবে না। তবে, ২৬-২৪ আগস্ট উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নচাপ সরতেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে সরেছে বৃষ্টিও। চড়া রোদে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাড়ে গরম। জলীয় বাষ্প থাকায় গুমেট পরিস্থিতি রয়েছে। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় সেভাবে বৃষ্টি না হলেও, উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির আকাশ পরিষ্কার, গরমও বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৫শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৪মিনিটে।
ভাটা-বেলা ০২টা ৫১মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০ মিনিট।
সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

বকেয়া ডিএ কবে পাবেন সরকারপোষিত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা? রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২১ আগস্ট : রাজ্য সরকারপোষিত স্কুলগুলির শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা কবে তাঁদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ পাবেন, তা নিয়ে এবার রাজ্যের কাছে স্পষ্ট অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিএ সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারকে লিখিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ পরিশোধ নিয়ে রাজ্যের আগের বক্তব্যের সঙ্গে সরকারপোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বাস্তব পরিস্থিতির কোনও অঙ্গঙ্গতি রয়েছে কি না, তা-ও স্পষ্ট করতে হবে রাজ্যকে। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিংহের বোম্বে বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। এই মামলায় সরকারপোষিত স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ডিএ না পাওয়ার বিষয়টি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ। মামলাকারীদের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিমা। তাঁর বক্তব্য, সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র একটি বড় অংশ পরিশোধ করা হয়েছে বলে রাজ্য সরকার সূত্রিম কোর্টে জানিয়েছিল। কিন্তু সরকারপোষিত স্কুলের বহু শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী এখনও সেই বকেয়া

ডিএ থেকে বঞ্চিত। এখানেই মূল প্রশ্ন তুলেছে আদালত। যদি রাজ্য সরকারের তরফে সূত্রিম কোর্টে বকেয়া ডিএ পরিশোধের কথা জানানো হয়ে থাকে, তাহলে কোর্ট সেই কারণেই আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যকে লিখিতভাবে নিজেদের অবস্থান জানাতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত মামলায় সূত্রিম

সরকারপোষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কেন এখনও তাঁদের প্রাপ্য অর্থ পাচ্ছেন না, তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে হাই কোর্ট। সেই কারণেই আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যকে লিখিতভাবে নিজেদের অবস্থান জানাতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত মামলায় সূত্রিম

কোর্টে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র প্রায় ৬৫ শতাংশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। তবে মামলাকারীদের বক্তব্য, বাস্তবে বহু কর্মচারী এখনও মেটাতে রাজ্যের প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা খরচ হত পারে। সেই হিসাবের মধ্যে সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ বাবদ প্রায় ১১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা, সরকারপোষিত

মেটাতে রাজ্যের প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা খরচ হত পারে। সেই হিসাবের মধ্যে সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ বাবদ প্রায় ১১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা, সরকারপোষিত বকেয়া অর্থ পাননি। বিশেষ করে সরকারপোষিত স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে এই বঞ্চার অভিযোগই এবারের মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। মামলাকারীদের আরও বক্তব্য, শুধু শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীরাই নন, সরকারপোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্মী এবং পেনশনভোগীদের একাংশও এখনও বকেয়া ডিএ পাননি। ফলে সূত্রিম কোর্টে রাজ্যের দেওয়া হিসাব এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে কোনও পার্থক্য রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে

কলকাতা হাই কোর্ট রাজ্যের কাছে লিখিত রিপোর্ট চেয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে, সরকারপোষিত স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ডিএ পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারের বর্তমান অবস্থান কী। পাশাপাশি অন্যান্য সরকারপোষিত কর্মী এবং পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে সরকারের পরিকল্পনাও আদালতের নজরে আসতে পারে। ফলে আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের শুনানি অন্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। রাজ্যের রিপোর্টে বকেয়া ডিএ পরিশোধের সময়সীমা বা নির্দিষ্ট কোনও রূপরেখা উঠে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অন্যান্য সরকারপোষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখল বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২১ আগস্ট ৪জঙ্গি যোগের অভিযোগে সম্প্রতি বাংলায় একাধিক গ্রেপ্তারের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সতর্ক প্রশাসন। হামিম মণ্ডল নামে এক যুবককে জঙ্গি যোগের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তে পাকিস্তানি চর রানা রউফ-সহ আরও কয়েকজনের নামও সামনে এসেছে। তদন্তকারীদের দাবি, বডসড নশকতার পরিকল্পনা ছিল হামিমদের। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখল দেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী। এরা কলকাতা পুলিশের একাধিক শাখা। ১৭ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত কয়েক দিন ধরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে নিরাপত্তা পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড

বা গম্বজ, কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা ফ্লুম্বজ, কমান্ডো ফোর্স এবং কেহদ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী বা CIsF-এর অধিকারিকরা। শুধুমাত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণই নয়, ভবিষ্যতে কোনও ধরনের সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় কীভাবে আরও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, তা নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। প্রতিদিন দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এখানে আসেন। ঐতিহাসিক এই স্থাপত্যকে ঘিরে সবসময়ই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। পর্যটকদের বিপুল সমাগমের কারণে কোনও ধরনের নিরাপত্তার ঘাটতি যাতে না থাকে, সে বিষয়েও বিশেষ নজর থাকে

প্রশাসনের। সেই কারণেই বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিদর্শনের মনে করা হচ্ছে। নিরাপত্তা পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যবাহী এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যটির সুরক্ষা আরও জোরদার করা। বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বাহিনী ও অধিকারিকদের মধ্যে সময়সীমা বাড়াতে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে আগাম প্রস্তুতি

সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রবেশ ও বাহিরের পথ, গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়। নজর দেওয়া হয় নজরদারি ব্যবস্থার উপরও। পাশাপাশি গোটা স্থাপত্য এবং সংলগ্ন এলাকার স্ট্রি-ডি মডেলিং করা হয়েছে। এর মাধ্যমে

ভবিষ্যতে কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নিরাপত্তা পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যবাহী এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যটির সুরক্ষা আরও জোরদার করা। বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বাহিনী ও অধিকারিকদের মধ্যে সময়সীমা বাড়াতে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে আগাম প্রস্তুতি

সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়মিত নজরদারি চালানো হয়। পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং স্থাপত্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। সম্প্রতি জঙ্গি যোগের অভিযোগে একাধিক গ্রেপ্তার এবং সম্ভাব্য নশকতার ছকের তদন্তের আবেহ ভিক্টোরিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা পরিকাঠামো আরও একবার পর্যালোচনা করা তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। বিশেষ বাহিনী ও কলকাতা পুলিশের একাধিক ইউনিটের যৌথ পরিদর্শনের ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোথায় সরিও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে, সেই বিষয়গুলিও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। পর্যটকদের নিরাপদ পরিবেশে ভিক্টোরিয়া দর্শনের সুযোগ নিশ্চিত করতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে।

আইএসএফ ছাড়লেন আরাবুল ইসলাম, ফের তৃণমূলে?

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২১ আগস্ট : ছাত্রিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রণ্ট বা আইএসএফে যোগ দিয়েছিলেন ভাঙডের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম। কিন্তু দলবদলের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ফের রাজনৈতিক অবস্থান বদল করলেন তিনি। এবার আইএসএফ থেকেও পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন আরাবুল। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর এই ঘোষণার পরই ভাঙডের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ফের তৃণমূলে ফিরতে চলেছেন তিনি? আইএসএফ ছাড়ার কারণ হিসেবে দলের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন আরাবুল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, আইএসএফের স্কেরাচারী এবং একনায়কতন্ত্রকে আমি ধিক্কার জানাই। আইএসএফের লুপ্পেন বাহিনীর হাতে ভাঙড জুড়ে যেভাবে মানুষের উপরে অভ্যচার-অনাচার নেমে এসেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এই দল থেকে আমি পদত্যাগ করলাম। তবে আইএসএফ ছাড়ার পর তার পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ কী হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি কি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াবেন, নাকি ফের পুরনো দল তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে যাবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আরাবুল ইসলামের তরফে কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। আরাবুলের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক বরাবরই ঠগাণ্ডায় ভরা। একসময় ভাঙডের রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর রাজনৈতিক দাপট নিয়ে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা ছিল। তবে একাধিক বিতর্কিত ঘটনায় দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। এক পর্যায়ে কলক্জের এক শিক্ষিকার মাধ্যম জগ ছোড়ার মতো গুরুত্বের অভিযোগের ঘটনায় তাঁকে তৃণমূল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। পরে সেই সাসপেনশন প্রত্যাহার করে তাঁকে ফের দলে নেওয়া হয়। দলে ফিরে আসার পর ভাঙড ও সংলগ্ন এলাকায় ফের রাজনৈতিক সক্রিয়তা বাড়ান আরাবুল। স্থানীয় রাজনীতিতে তার প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। সেই সময় কানিন পুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে তার সংঘাত প্রকাশ্যে আসে। দুই নেতার মধ্যে বিরোধ নিয়ে দলের অঙ্গদের ও একাধিকবার আলোচনা হয়। দলীয় নেতৃত্বের তরফে সতর্ক করা হয়েছে তাঁদের দ্ব দ্ব পুরোপুরি মেটেনি বলে রাজনৈতিক মহলে চর্চা ছিল।এইই মধ্যে কয়েক বছর আগে পঞ্চায়তে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক শান্তির ঘটনায় আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এসুস দেশে ফ্রোমর কপোর্টফোলিও সম্প্রসারিত করছে

কলকাতা, ২১ আগস্ট : এসএসুস তাদের সম্পূর্ণ নতুন ফ্রোমবুকসি এন্ড এর মাধ্যমে ভারতে তাদের ফ্রোমর কপোর্টফোলিও সম্প্রসারিত করছে – স্মার্ট, আনন্দদায়ক ও অদম্য-দৈনন্দিন শেখা, কর্মদক্ষতা ও বিনোদনের জন্য তৈরি। নতুন এসুস ফ্রোমবুক সিএক্স১৫-এ রয়েছে গুগল এআই ফ্রোমওএস-এর সরলতা, নোমুদ্রকর ভিউইং অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘ স্থায়ী ব্যাটারি লাইফ এর মাধ্যমে ভারতে অফলাইন রিটেল বাজারে এসুসের টিই প্রথম ফ্রোমবুক সম্প্রসারণ। তাইওয়ানের প্রযুক্তিজায়ট এসুস আজ ভারতে এসুস ফ্রোমবুক সিএক্স ১৫ বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে। শিক্ষার্থী, তরুণ পেশাজীবী এবং যারা প্রথমবার লাগপল কিনছেন-তাদের জন্য সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন 'ফ্লাউড-ফাস্ট কম্পিউটিং' অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে তৈরি এই ডিভাইসটি আসুসের ফ্রোমবুক পণ্যের পরিসরকে আরও সমৃদ্ধ করল ফ্রোম-ও এসচালিত এবং গুগল এআই দ্বারা উন্নত এই ফ্রোমবুকটিতে নির্ভরযোগ্য দৈনন্দিন কার্যক্ষমতা, স্মার্টপ্রোডাক্টিভিটি, চমককার বিনোদন ।

ডার্ক ওয়েবের ‘লিড’ নিয়ে ইংল্যান্ডে প্রতারণার অভিযোগ, বালিগঞ্জের কলসেন্টারে পুলিশের হানা, ধৃত ৪

কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকার একটি কলসেন্টার থেকে ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডে ফোন করে প্রতারণার অভিযোগে উঠল। এই অভিযোগের তদন্তে নেমে ওই কলসেন্টারে অভিযান চালিয়ে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। পরে বৃহস্পতিবার রাতে তালতলা এলাকা থেকে আরও এক

সদেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশের দাবি, প্রতারণার অভিযোগ পাওয়ার পর প্রতিক্রিতে তথ্য এবং গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার বিকেলে বালিগঞ্জের ওই কলসেন্টারে অভিযান চালানো হয়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা হয় বেশ কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস। পরে তদন্তের সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার রাতেই তালতলা এলাকা থেকে আরও এক জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন জোড়াসাঁকার বাসিন্দা ফিরদৌস ইকরাল, বেনিয়াপুকুরের শেখ সাজ্জাদ, কসবার রূপম টিমোথি বিশ্বাস এবং তালতলার সাদিকের হাজির করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই চক্রের কাজের পদ্ধতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত আরও ব্যক্তিদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই চক্রের মূল চাই বিহারের বাসিন্দা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ডার্ক ওয়েব এবং অন্যান্য উস ব্যবহার করে বিদেশে ফোন করার জন্য

প্রয়োজনীয় ‘লিড’ বা ‘কলিং ডেট’ সংগ্রহ করা হত বলে অভিযোগ। এরপর বিদেশি নাগরিকদের, বিশেষ করে ব্রিটেনের বাসিন্দাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হত। এই কাজে বিদেশি গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমন কলসেন্টার কর্মীদের একটি ছোট দলকে ব্যবহার করা হত বলে তদন্তে উঠে এসেছে। পুলিশের অভিযোগ, টেলিকম



পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করত ওই চক্র। ‘ওয়্যারলেস ডেটা’, ‘রিপ্লেসমেন্ট’ অথবা ‘কাস্টমার কেয়ার পরিষেবা’র মতো বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার টপা দেওয়া হত। সেই সুযোগে গ্রাহকদের কাছ থেকে তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হত। তদন্তকারীদের দাবি, ডেস্কটপ ও ল্যাপটপে ভিওআইপি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে বিদেশে ফোন করা হত, কথোপকথনের মাধ্যমে প্রতারণার ব্যক্তিদের কার্ডের তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হত বলে অভিযোগ। সেই তথ্য হাতে পাওয়ার পর বিদেশি মুদ্রায় টাকা হাতিয়ে নেওয়া হত বলেও প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ উঠেছে। প্রতারণার মাধ্যমে পাউন্ড, ডলার বা ইউরোর মতো বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ

করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অভিযানের পর বাজেয়াপ্ত করা ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলিকে তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ওই ডেস্কটপ, ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হবে। কবলের তথ্য, যোগাযোগের বিবরণ এবং অন্যান্য ডিজিটাল নথি বিশ্লেষণ করে

হাসপাতাল-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজে তামাক বিক্রি বন্ধ, অন্যথায় জরিমানা ও পণ্য বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২১ আগস্ট : সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সম্পূর্ণ তামাকমুক্ত করতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর। শুধু হাসপাতাল চত্বরে ধূমপান নিষিদ্ধ রাখাই নয়, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যদপ্তরে আশপাশে তামাকজাত পণ্য বিক্রির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে রীতিমতো সার্কুলার জারি করা হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে ধূমপান করা যাবে না। নিয়ম ভাঙলে দিতে হবে জরিমানা। স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্বরে কাউকে ধূমপান করতে দেখা গেলে প্রথমবার তাঁর কাছ থেকে ১ হাজার টাকা জরিমানা নেওয়া হবে। একই ব্যক্তি পরবর্তীকালে ফের ধূমপান করতে গিয়ে ধরা পড়লে জরিমানার অঙ্ক বেড়ে হবে ২ হাজার টাকা। তৃতীয়বার একই অপরাধে ধরা পড়লে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। অর্থা হাসপাতাল চত্বরে ধূমপানকে আর হালকা অপরাধ হিসেবে দেখেছে না প্রশাসন। শুধু ধূমপান নয়, হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে তামাকজাত পণ্য বিক্রি বন্ধ করার বিষয়েও কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ১৮ বছরের কম বয়সীদের কাছে সিগারেট বা অন্য কোনও তামাকজাত পণ্য

বিক্রি করা যাবে না। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশপাশে তামাকজাত পণ্যের বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করতেই এই পদক্ষেপ বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত পণ্য



বিক্রি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ম আন্য্য করে তামাকজাত পণ্য বিক্রি করতে দেখা গেলে ২০০ টাকা জরিমানা করা হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দোকানে থাকা সমস্ত তামাকজাত পণ্য বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ফলে হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশে তামাকজাত পণ্য বিক্রির উপর নজরদারি আরও বাড়তে চলেছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি সরকারি হাসপাতালকে তামাকমুক্ত এবং গুটচামুক্ত করতে হবে। এর জন্য নিয়মিত অভিমান বা ‘চালানো হবে। হাসপাতাল চত্বরে ধূমপান বা তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের ঘটনা সামনে এলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। স্বাস্থ্যদপ্তরের নির্দেশিকায় হাসপাতালের বিভিন্ন

গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সচেতনতামূলক পোস্টার লাগানোর কথাও বলা হয়েছে। হাসপাতালের প্রবেশপথ থেকে শুরু করে ওপিডি, করিডর, শৌচাগার, লিফট, ক্যাণ্টিন এবং সিঁড়ির বিভিন্ন অংশে ‘এবং ‘ও থুতু ফেলা নিষিদ্ধ’ লেখা পোস্টার লাগাতে হবে। এর মাধ্যমে রোগী, তাঁদের পরিজন, চিকিসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল এমন একটি জায়গা যেখানে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। তাঁদের মধ্যে শিশু, বয়স্ক এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরাও থাকেন। সেই কারণে হাসপাতালের পরিবেশকে ধূমপান ও তামাকমুক্ত রাখা জরুরি বলে মনে করছে স্বাস্থ্যদপ্তর। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসে যাতে রোগী বা তাঁর পরিজনকে তামাকের ম্যোা কিংবা তামাকজাত পণ্যের সংস্পর্শে পড়তে না হয়, সেই লক্ষ্যেই নতুন করে কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তর-এই নির্দেশ কার্যকর হলে সরকারি হাসপাতালগুলির পাশাপাশি আশপাশের এলাকাতেও তামাকজাত পণ্যের বিক্রির উপর নজরদারি বাড়বে। নিয়মিত অভিযানের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা চেষ্টা কার্যকর হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি স্বাস্থ্যকেঃ দ্রুগলিকে আরও পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর এবং তামাকমুক্ত পরিবেশে পরিণত করার উদ্যোগ জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অ্যাপ্রভড’ হয়েও অ্যাকাউন্টে ভাতার টাকা অমিল, অন্নপূর্ণার দাবিতে বিরাটিতে রেল অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২১ আগস্ট : অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে রেললাইনে নেমে বিক্ষোভ দেখালেন একদল মহিলা। শুক্রবার দুপুরে বিরাটি স্টেশনের শেখপ্রান্তে ফ্লাইওভারের নীচে জমায়েত হয়ে রেল অবরোধ করেন তাঁরা। এর জেরে বাস্তব সময়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। একাধিক লোকাল বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ যাত্রীরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যাত্রীদের একাংশের বচসার ঘটনাও ঘটে। পরে রেল পুলিশ এবং আরপিএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে হানুমানবাদ থেকে শিয়ালদহগামী ডাউন লোকাল বিরাটি স্টেশনে টোকার সময় আচমকাই রেললাইনে নেমে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন মহিলারা। প্রায় ১টা ৪১ মিনিট নাগাদ ঘটনাক্রমে ঘটনা আচমকা

পাননি, তাঁদের সমস্যার সমাধান করে একসঙ্গে বকেয়া অর্থ দেওয়া হোক।



কর্মিক নং., লট নং. এবং স্টেশননং: এএ/১, এমএসএস-এসডিএইচ-এসডিএইচ-বিএস-১৪২-২৬-১, শিয়ালদহ। এএ/২, এমএসএস-এসডিএইচ-জেডিপি-বিএস-১৪০-২৬-১, যাবদপুর। অকশন শুক্রর তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং., লট নং. এবং স্টেশননং: এএ/১, এমএসএস-এসডিএইচ-এসডিএইচ-বিএস-১৪২-২৬-১, শিয়ালদহ। এএ/২, এমএসএস-এসডিএইচ-জেডিপি-বিএস-১৪০-২৬-১, যাবদপুর। অকশন শুক্রর তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

কর্মিক নং.: এএ/১, লট নং. এবং স্টেশননং: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-এসটিজিইএন-১৪০-২৬-২, বিড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

সমস্যাও রয়েছে বলে খবর। তবে আবেদন ‘ দেখানোর পরেও কেন সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছাননি, সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ঘটনা নিয়ে উত্তর দমদমের বিজেপি বিধায়ক সৌরভ শিকদার জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি মুখামস্থীর সঙ্গে কথা বললেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, উত্তর দমদমে কিছু বামপন্থী ব্যক্তি এই ধরনের বিক্ষোভে মদত দিয়েছেন এবং সরকার-বিরোধী পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা চাচ্ছে। যদিও বিক্ষোভকারীদের মূল দাবি, রাজনৈতিক কোনও উদ্দেশ্য নয়, তাঁরা নিজেদের প্রাপ্য অর্থ দ্রুত হাতে পাওয়ার দাবিতেই রাষ্ট্রায় নেমেছেন। বিরাটের রেল অবরোধের ঘটনায় সেই দাবিই এখন নতুন করে প্রশাসনের নজরে এসেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিভাজি

সিনিয়র ডিভিসাল কমিশ্যিাল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (অবসান পরিচালনাকারী আধিকারিক), ২য় তলা, ডিআরএন বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৫ এতদ্বারা শিয়ালদহ ডিভিসনের ‘শিয়ালদহ (এসডিএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে ইলেকট্রিক জেইকল ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশন স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন, বিড়া (বিআইআরএ) রেলওয়ে স্টেশনে মিনি মার্টিং উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ, বহরমপুর স্টেট (বিপিস) এবং কলকাতা (কেওএ) রেলওয়ে স্টেশন কার্শেই সহ এমার্জেন্সি মেডিকাল রুম স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ’ জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.irps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নং: ব্যাটাসিসসোয়াপিংএইউজি

ক্রমিক নং., লট নং. এবং স্টেশন: এ/১, এমএসএস-এসডিএইচ-এসডিএইচ-বিএস-১৪২-২৬-১, শিয়ালদহ। এ/২, এমএলএস-এসডিএইচ-জেপিং-বিএস-১৪০-২৬-১, যাবদপুর। অকশন শুরু তারিখ: ২৬.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

অকশন ক্যাটালগ নং: মিনি মার্টিং

ক্রমিক নং.: এ/১, লট নং. এবং স্টেশন: এমএসএস-এসডিএইচ-বিআইআরএ-কেওএ-এমইউএসটিএন-১৩৬-২৬-১, বিড়া। অকশন শুরু তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।

অকশন ক্যাটালগ নং: ইএমআর-এসইপি-০১

ক্রমিক নং., লট নং. এবং স্টেশন: এ/১, এমএসএস-এসডিএইচ-বিপিস-এমইউএসটিএন-১৩৬-২৬-১, বহরমপুর কোর্ট। এ/২, এমএসএস-এসডিএইচ-কেওএ-এমইউএসটিএন-১৩৬-২৬-১, কলকাতা। অকশন শুরু তারিখ: ০৮.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

সন্তোষা বিভিদানবের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআইআইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুগ্রহ করা হচ্ছে।

SDAH-188/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.e.indianrailways.gov.in/www.irps.gov.in -এ তথ্য বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন:  @EasternRailway  @easternrailwayheadquarter

SATHI SKUS LTD

Regn No-115 HG Date-22/12/2009

Vill-Ganeshpur, P.O- Routhkhana, P-S Kshanakul, Dist- Hooghly
Memo No: 02/ BOD election NOTICE Date: 21.08.2026

In pursuance of W.B. Cooperative Election Commission Regulation-2012 & Order no. 435 Dated: 13.05.2026 of the Returning Officer, & D.R.C.S., Cooperation Directorate, Hooghly Range, all concerned are hereby informed that the Election to Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 06.09.2026. Number of BOD to be Elected:9 (Nine) of which 2 (two) are reserved for women & 1(one) for SC/ST member. The election will be held on the basis of the final voter list published on 11/08/2026.

SCHEDULE FOR BOD ELECTION

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
1	Issue & receive of Nomination Papers	24.08.26 & 25.08.26	11am to 3 pm	Sathi SKUS Ltd.	Subhadip Pal Manager
2	Scrutiny of Nomination Papers	27.08.26	From 12 (Noon)	Do	ARO
3	Publication of Valid Nomination Papers	27.08.26	After completion of scrutiny	Do	Subhadip Pal Manager
4	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	29.08.26	Within 3 pm	Do	Do
5	Publication of Final List of Contesting Candidates	29.08.26	After 3 pm	Do	Do
6	Date of Election (if required)	06.09.26	11am to 3 pm	Do	Polling Personnel
7	Counting of Votes (if required)	06.09.26	After completion of Polls	Do	Do
8	Publication of Results	06.09.26	After completion of counting	Do	ARO

**For further details please contact at Society Office.

Sd/-

Assistant Returning Officer

Date: 21.08.26

Sathi SKUS Ltd

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬১ সংখ্যা, শনিবার , ৪ ভাদ্র, ১৪৩৩

‘চাইনিজ ওয়াল’

ভারতের প্রথম পদ্মশ্রী কিংবদন্তী ফুটবলার, চাইনিজ ওয়াল গোষ্ঠ পাল। ছিলেন মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবলার ছাড়াও ক্রিকেট, হকি এবং টেনিস দলের অধিনায়ক। গোষ্ঠ পাল ছিলেন জেল না খাটা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষ। গোষ্ঠ পাল তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মাদারীপুর মহকুমা বরতমান নড়িয়ার ভোজেশ্বর গ্রামে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ২০ আগস্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বাবা শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল পাল ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। গোষ্ঠ পাল ফুটবল খেলে উপমহাদেশে সেই বিংশ শতাব্দীতে নাম কুড়ালেও কখনোই বাংলাকে ভোলেননি। এমনকি তার আত্মজীবনীতেও তিনি বারবার লিখেছেন বাংলার কথা, তৎকালীন পূর্ব বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) কথা। আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুরের মাদারীপুর সাব ডিভিশনের ভোজেশ্বর গ্রামে আমার জন্ম হয়, দিনটি ১৮৯৬ সালের ২০শে আগস্ট, দিনের আলো ফুটিবার আগেই আমি ধরিত্রীর মুখ দেখিয়াছিলাম, আমার পিতা সেই সময় ঘরে ছিলেন না, পিতৃদেবের নাম শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল পাল, বরিশালের খালকাটা বন্দরে তেজরতির কারবার করিতেন, আমি পিতার প্রথম এবং একমাত্র সন্তান’। গোষ্ঠ পাল ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলা আরম্ভ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি কলকাতার কুমারটুলি ক্লাবে যোগ দেন এবং ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সেখানে খেলেছিলেন। মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনের সাহায্যে তিনি ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন। এর আগের বছরই মোহনবাগান বিদেশীদের হারিয়ে আইএফএ শির্ত জয় করেছিল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে মোহনবাগানের হয়ে তিনি প্রথম খেলেন। এরপর ২৩ বছর ধরে মোহনবাগানের হয়ে তিনি খেলেন। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম যে দল গড়ে তাতে ছিলেন কিংবদন্তী ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল একটিই টুর্নামেন্ট হারকিউলিস কাপে খেলতে মোহনবাগান থেকে তাকে হারারে নেওয়া হয়েছিল এবং চ্যাম্পিয়নও হয় লাল-হলু। ১৯২১ থেকে টানা ৫বছর তিনিই ছিলেন মোহনবাগানের কাপ্টেন ১৯২৪ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় দলেরও অধিনায়কত্ব পান। তিনি খেলতেন রহিট ব্যাক পজিসনে। খেলার সময় বুটপরা ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়দের তিন খালি পায়ে খেলে প্রতিরোধ করতেন। ভারতীয় দল নিয়ে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহলে (বর্মেনাম শ্রীলঙ্কা) যান। তিনি হকি খেলোতেও দক্ষ ছিলেন এবং ক্রিকেট ও টেনিসও খেলতেন। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। গোষ্ঠ পাল ৮ এপ্রিল ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে গোষ্ঠ পাল ভারত সরকার দ্বারা পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন প্রথম ফুটবল খেলোয়াড় যিনি পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় তার ভাস্কর্য। খালি পায়ে ফুটবল খেলার ঔদ্ধত্যটাই বোঝানো হয়েছে এই ভাস্কর্যে। সেই ভাস্কর্যের নিচে লেখা আছে, ‘ভারতীয় ফুটবলে সর্বকালের সেরা ব্যাক। সে যুগে বুটপরা ইউরোপীয় ফুটবলারদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে খেলে দুর্ভেদ্য চাঁনের প্রচারি নামে খ্যাত। খেলার মাঠে স্বজাতির সম্মান প্রতিষ্ঠায় ও জাতীয়তাবাদের উন্মোখে অন্যতম সৈনিক।’

বিপ্লবী রাজেন্দ্র লাহিড়ী

মৃত্যুঞ্জয়ী রাজেন্দ্র লাহিড়ীর জন্ম ২৯শে জুন ১৯০১ সালে বাংলাদেশের পাবনা জেলার মোহনপুরে হয়। পিতার নাম ছিল ক্ষিতিশ্রীমোহন লাহিড়ী। পরিস্থিতির কারণে রাজেন্দ্র লাহিড়ী তার মামার বাড়ি বারানসীতে চলে যান। বারানসীতেই তার শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কাকেরী কাণ্ডের সময় রাজেন্দ্র লাহিড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয়ে এম.এ এর ছাত্র ছিল। সেই সময়টায় বারানসীতে বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র ছিল। সেখানেই তার সাথে সাক্ষাৎ হয় বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ স্যান্যাল-এর সঙ্গে, সেখানেই তিনি রিপাবলিকান পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। আরও অনেক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তিনি। দিনটি ছিল ১৯২৫ সানের ৯ই আগস্ট লখনৌ থেকে ১৪ মাইল দূরে কাকেরী ও আলম বাগ স্টেশনের মাঝখানে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে চেন তেনে থামিয়ে তাকাসুত্র সিদ্দক সরানো হয়। এই ট্রেন ডাকাতির কাজে মোট ১৬ জন বিপ্লবী অংশ নেন রাজেন্দ্র লাহিড়ী তাদের মধ্যে অন্যতম। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ কাজ কাকেরী বিপ্লব নামে পরিচিত। ওই ট্রেনেই ছিল ইংরেজ সৈনিকরা তারাও সাহস পায়নি বিপ্লবীদের সাথে মোকাবিলা করতে। কাকেরী কাণ্ডের পরে রামপ্রসাদ বিসমিল ও রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে বোমা বানানোর কাজে বাংলায় পাঠিয়ে দেন। রাজেন্দ্র লাহিড়ী কলকাতায় আসেন আর কলকাতা থেকে কিছু দূরে দক্ষিণেশ্বরে বোনা বানানোর যন্ত্রপাতি জড়ো করেন। কিন্তু রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ঠিক মতো বোমা বানানোর কাজ শেখেনি, তার এক সঙ্গীর অসাবধানীর কারণে একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়ে যায়। বোম বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দ শুনে সেখানে পুলিশ এসে পৌঁছায়। ৯ জন বিপ্লবী সঙ্গীর সাথে রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ১০ বছরের সাজা হয়। পরে আপিল করে সাজা ৫ বছর কমিয়ে দেওয়া হয়। পরে ইংরেজ সরকার বিপ্লবী দলের সদস্য ওপরে কাকেরী কাণ্ডের মামলা দায়ের করেন। ট্রেন ডাকাতি আর খাজনা লুটপাটের কারণে চার বিপ্লবীকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। তারা হলেন রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রামপ্রসাদ বিসমিল, অসফাকুল্লা খান ও ঠাকুর রোশন সিং। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে ফাঁসির তারিখ নির্ধারণ হলেও চন্দ্রশেখর আজাদ গোড়া জেল থেকে রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে বার করার চেষ্টা করলে ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে গোড়া জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর বলতেন, শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অষ্ট এবং শিক্ষাকে দান করতে হবে। কিছু দান না করে দান কেমন? কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম

যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ নিয়ে তিনি শক্তিমান।

দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। মা ভবতারিণী পূজা করতে হবে। তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মান প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মহাশক্তিমান। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মানকে শুদ্ধ করতে হবে। মনবন্দের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়।

বিপ্লবী রাসবিহারীর সশস্ত্র সংগ্রাম

অভিজিৎ ব্যানার্জি
রাসবিহারী বসু ও মানবেন্দ্রনাথ রায় বিতর্ক। ভারত থেকে খালি হয়ে গিয়ে রাসবিহারী বসু যখন জাপানে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন, ঠিক সেই একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯১৫ সালে তৎকালীন ভারতের অন্যতম বিপ্লবী নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তী কালে মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায় নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে ‘ফাদার



মার্টিন’ ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে বাটোিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে একটি জার্মান জাহাজ বোঝাই হয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্য কিছু রহিফেল, পিস্তল, গুলি ও টাকা আসবার কথা ছিল। মার্টিন ওরফে নরেন্দ্রনাথ তখন সেই ‘মোভারিক’ নামক জাহাজ থেকে সেগুলি নিয়ে আসবার জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার সেই মিশন শেষ পর্যন্ত কেন ব্যর্থ হয়েছিল। এসময়কে অতীতে তাঁরই সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁদের সেসব বিবরণ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় না। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রীতিকর বলে এখানে সেসব নিয়ে আলোচনা করবার দরকার নেই। যাই হোক, এরপরে বাটোিয়া পরিত্যাগ করে তিনি প্রথমে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, এবং এরপরে ফিলিপাইনে পৌঁছে সেদেশের ভিতর দিয়ে নানা পথ ধরে তিনি জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে অবশেষে একটি নতুন ছদ্মনামে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে অবতরণ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ জানতেন যে, রাসবিহারী বসু তখন জাপানে অবস্থান করছেন; আর তাই জাপানে পদার্পন করবার

পরেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন যে, তিনি রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু ওই সময়ে টোকিওতে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ করা খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। বরং, খুব সন্তুর্ণণে একাজ করতে না পারলে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশদের সহযোগী জাপ-সরকারের হাতে গেলোর হওয়ার বিলম্বের সম্ভাবনা ছিল। প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে, রাসবিহারী

রাসবিহারী বসুকে নিয়ে কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। প্রথমতঃ, রাসবিহারীকে প্রভাবিত করে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মাভাজন হয়েছিলেন। একথা দিয়ে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেটা স্পষ্ট করে বলেননি।

দ্বিতীয়তঃ, রাসবিহারী তখন হতাশ হয়ে জাপানে স্থির হয়ে বসেছিলেন;এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আপত্তিকর কথা। কারণ, রাসবিহারীর জীবন ও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যারা বিন্দুমাত্র অবগত আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, তাঁর চরিত্রে কখনো কোন ‘পেসিমিজম’ বা হতাশার ভাব দেখা যায়নি; বরং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের থেকে তিনি তখন বেশি আশাবাদী ছিল। একথা সত্যি যে, ওই সময়ে ভারতে তাঁর সংগঠন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতবর্ষে তৎকালীন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাস সম্পর্কে য়ারা অবগত রয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে, ১৯১৫ সালে রাস

বিহারীর ভারত ত্যাগের প্রকালে এটাই সেই সংগঠনের অনিবার্য পরিণতি ছিল। আর রাসবিহারী কখনোই স্থির হয়ে বসে থাকবার মানুষ ছিলেন না। মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় জাপানে তিনি নিজে কি দুরাবস্থার মধ্যে ছিলেন, তাঁর জীবনের সঙ্গে পরিচিত প্রায় সকলেই এ বিষয়ে অবগত রয়েছেন। সুতরাং ওই পরিবেশে তাঁর পক্ষে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে সাহায্য করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বরং তিনি নিজেই তখন অন্যের সাহায্যের ভরসায় ছিলেন। এছাড়া তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে কিসের জন্য সাহায্য করতেন? কারণ, তাঁর তো রাসবিহারীর মত তখন তো কোনো কর্মসূচিই ছিল না, এমনকি কোনো স্থির লক্ষ্যও ছিল না।

অন্যদিকে এপ্রসঙ্গে স্মরণ মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন,“Thereafter—in disgust—but still full of hope—I went to Japan. Rash Behary Bose was there with an identical mission—he would certainly help me. But I was rather surprised to find that he now believed that our mission of liberating India would be accomplished only as a consequence of the bigger mission of Japan to free Asia from White domination. I was still a fullblóedblooded nationalist—and as such believed

in the doctrine of racial solidarity. Nevertheless—I could not forget the fact that Japan was Britainós ally. How could we rely upon her helping us in our struggle against British domination” Rash Behary smiled benevoently upon my ignorance of diplomacy- Japan had joined the war on the side of the Entente Powers with a purpose— she should not be embarrassed even if Indian revolutionaries were persecuted in Japan. We must have faith in the leader of Asia and wait patiently for our chance. It all sounded very impressive— but did not carry conviction.

মানবেন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্যটি আজও ঐতিহাসিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে, নিজের এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি রাসবিহারীর বৈপ্লবিক আদর্শ সম্পর্কে ও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে, টোকিওতে সংগাত আশাবাদী মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাসবিহারীর যে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, তিনি নিজে এ বিষয়ে কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যাননি। অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, শ্বেতাঙ্গজাতির প্রভুত্ব থেকে সমগ্র এশিয়াকে মুক্ত করবার বৃহত্তর উদ্দেশ্য যখন জাপানের সফল হবে, তখনই মাত্র তার ফলেই আমাদের ভারত উদ্ধার ব্রত সফল হবে। রাসবিহারীর মুখ থেকে একথা শুনে তিনি বিস্ময়বোধ করেছিলেন।

কিন্তু রাসবিহারীর সমগ্র জীবনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা অনুসরণ ও অনুধাবন করে ঐতিহাসিকেরা এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে এমন কোন তথ্য পাননি; যেটার দ্বারা মানবেন্দ্রনাথের এই শিশুসুলভ উক্তি সর্মথিত হতে পারে। বস্তুতঃ মানবেন্দ্রনাথ তখন যেমন নিজে মনে-প্রাণে একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন, রাস বিহারীও সেটাই ছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথের মত তিনিও জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বরং পরবর্তীকালে বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় রঙের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

পুলিন বিহারী দাস ও অচর্চিত বিপ্লবীরা

বিশ্বরঞ্জন দাস

পুলিন বিহারী দাস ও অচর্চিত বিপ্লবীরা। বিপ্লবী গুরু পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বে অচর্চিত বিপ্লবীদের জীবন। বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে কিছু নাম সর্বদা আলোচনার

এই সংগঠন শুধু শারীরিক শক্তি নয়, বরং জাতীয় সততা, কর্তব্যবোধ এবং আত্মনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনও এই শক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল।



(edition Committee Report-এ ব্রিটিশ কর্মকর্তা H.L.Sakleid লিখেছিলেন; “The history of the Anushilan Samiti is in fact the history of Pulin Behari.”

এই মন্তব্যে স্পষ্ট যে অনুশীলন সমিতির প্রতিটি অধ্যায়, প্রতিটি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। তাঁর নেতৃত্বই সমিতিকে এক জাতীয়তাবাদী শক্তিতে পরিণত করেছিল। বিপ্লবী দর্শন ও পুলিনবাবুর দর্শন ছিল স্পষ্ট ও গভীর; আত্ম নির্ভর ও ১৯০৬ সালে মাত্র ৮০ জন ছাত্র নিয়ে পুলিনবাবুর প্রতিষ্ঠা করেন দ্বাা অনুশীলন সমিতি। তাঁর লক্ষ্য ছিল তরুণদের শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তোলা। অল্প সময়ের মধ্যেই সমিতি ৫০০ শাখায় বিস্তৃত হয় এবং প্রায় ৫০,০০০ তরুণকে সংগঠিত করে। তাঁরা লাঠিঘেলা, কুস্তি, মার্শাল আর্টের মাধ্যমে আত্মনির্ভর বাহিনী গড়ে তোলেন।

জন্মও সমান প্রাসঙ্গিক। ঢাকা যডযন্ত্র মামলা ও ১৯১০ সালের ঢাকা কন্সপিরেলি মামলা ছিল বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই মামলায় বহু বিপ্লবী আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দের দাসগুপ্ত, জাতিরময় রায়, আশ্বিনী কুমার ঘোষ, ভূপতি মহন সেন, চারুচন্দ্র সেন প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন পুলিনবাবুর শিষ্য। তাঁদের জীবন ছিল দারিদ্র, কষ্ট ও আত্মতাগে ভরা। কিন্তু তাঁদের নাম আজ ইতিহাসে প্রায় অচর্চিত। শিষ্যদের অবদান ও ঐলোক্য মহারাজ বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। শিশির গুহ যিনি ডি.সি. অ্যালেনকে গুলি করেছিলেন। নলিনী কিশোর গুহ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থেকে বহু তরুণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই বিপ্লবীরা শুধু অস্ত্র হাতে সংগ্রাম করেননি, তাঁরা জাতীয় কর্তব্য, সততা ও আত্মনিবেদনের প্রতীক ছিলেন।

অগ্নিযুগের বিপ্লব ও পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা শারীরিক শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তার সমন্বয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দো লনকে তীব্রতায় পরিণত করেছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল কঠিন, কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগ আজও জাতীয় ইতিহাসে অম্লান। অচর্চিত বিপ্লবীদের তালিকা ও ঢাকা যডযন্ত্র মামলায় দণ্ডিত প্রায় ৩৬ জন বিপ্লবীর নাম ইতিহাসে প্রায় অচর্চিত। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন; আওতায়ে দাসগুপ্ত। সংগঠক ও বিপ্লবী কর্মী। জ্যোতিরময় রায় ড বিপ্লবী প্রচারক। আশ্বিনী কুমার ঘোষ। অস্ত্র সংগ্রহে নেতৃত্ব। ভূপতি মহন সেন। বিপ্লবী প্রশিক্ষক।চারুচন্দ্র সেন। সংগঠনের কৌশলবিদ। শিশির গুহ। ব্রিটিশ ফিসারকে লক্ষ্য করে গুলি। ব্রেলোক মহারাজ। বিপ্লবী সংগঠক। নলিনী কিশোর গুহ। তরুণদের অনুপ্রেরণাতা। আজকের প্রজন্মের শিক্ষাও আজকের তরুণ সমাজের

ইচ্ছাপুরের মণ্ডল বাড়ি বাংলার শিল্প ঐতিহ্য

নরেন সেন

বাড়ীটি মণ্ডল ভবন, অফিসিয়াল নাম, বাড়ীর প্রবেশপথের তোরণ দ্বারে তাই লেখা আছে। আরও লেখা আছে, যিনি বাড়ীটি তৈরী করেছেন, সেই গদাধর মণ্ডলের নাম। প্রতিষ্ঠার তারিখেরও উল্লেখ আছে, ইংরেজীতে ২৫.০২.১৯০৭ আর বাংলায়, বাপসা হয়ে যাওয়া টোটেটা করে নবাবগঞ্জ ফেরিঘাট নেমে সামনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই আপনার বাঁ হাতে চোখে পড়তে পারে, এই বিশালকায় প্রাসাদোপম এই বাড়ীটি। জায়গাটির নাম নবাবগঞ্জ কেন হলো, চায়ের দোকানো কথাটা তুলেতেই এক প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, কোনো এক সময়, বাংলার কোনো এক নবাব, নাম বলতে পারলেন না, এখানে বেশ কিছুদিন ঘাটি গেড়েছিলেন। তাই জন্য এই জায়গার নাম নবাবগঞ্জ। দু তিনজন তাতে সায়ও দিলেন। সত্যি কিনা কে জানে! তবে হতেও পারে! জলপথে যেতে যেতে গঙ্গার একেবারে ধারে এই জায়গায় থেকেও যেতে পারেন।

পুরো বাড়ীটি সাদা রঙের। শুধু দরজা ও জানালার ফ্রেম ও খড়খড়ি দেওয়া জানলায় পাগাওলো সবুজ রঙের। সাদা আর সবুজের নয়ন মনোহর, দৃষ্টিস্বাক্ষরক কবিনেশন, চোখে স্নিগ্ধতা এনে দেয়। মনে সস্তম্ম জাগিয়ে তোলে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় বাড়ীটির দিকে। তারির করতে হয় নির্মাতার রুচি আর শিল্পীর দক্ষতা ও শিল্প নৈপুণ্যের। বাড়ীটি দেখলেই নির্মাতার বেডবের ও প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ থেকে চারশো, সাড়ে চারশো বছর আগে এই মণ্ডল বাড়ীর পূর্বপুরুষ বাঞ্ছারাম মণ্ডল এখানে এসেছিলেন। তখন তাদের জীবিকা ছিলো চাষবাস। এবং সেই সময় এই অঞ্চলে কৃষি উপযোগী জমিও ছিলো বিস্তর। পরবর্তী কালে এই

বংশের শ্রীধর মণ্ডল ও বংশীধর মণ্ডল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পরে নুন ও মশলার ব্যবসারে মনোনিবেশ করেন ও প্রভুত সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন। তৎকালীন ব্রিটিশ সাহেবদের সাথেও ছিল তাদের ওঠাবসা, ব্যবসায়িক সূত্রে। তাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দিরে, (বাড়ীর কাছেই অবস্থিত, যেখানে শতাধিক বছরের ওপর ধরে ঝুলন ও অন্যান্য রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রীক নানা উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এখন ঝুলন উৎসব চলছে। সেই উপলক্ষে (মোলাও বসে) ১৯০৬ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী তদানি তন বাংলার গভর্নর জন এলিয়ট ও তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন এই মন্দিরে। স্টেশন থেকে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তাটিও তারা স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে তৈরী করে দেন। তাদের বাড়ীর কাছেই আছে, বিরাট এলাকার ওপর উঁচুলা ভবন নিয়ে, তাদের প্রতিষ্ঠিত ডেউল বিদ্যালয়। যা নির্মিত হয়েছিল ১৮৮০ সালে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি তাদের নামেই উৎসর্গীকৃত।

এই বাড়ির ভিতরে যেতে পারিনি। এই বাড়ীর আশেপাশে যত বাড়ী আছে তার অধিকাংশই মণ্ডল পরিবারের বংশধরদের। বাড়ীর সামনে চওড়া, পিচ ঢালা রাস্তা। আর রাস্তার পরেই কুল কুল করে বয়ে চলেছে পতিতপানবী গঙ্গা। বাঘের ছাড়ে উঠলো নলিনী চমৎকার সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখা যায়। যাক সে দৃশ্য যখন দেখার সেোভাগ হয়নি, তাই ভাষা কবিরণ্য দেওয়া সম্ভব নয়। এই বাড়ীর সৌন্দর্য মেনম সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মেমেই বাংলা ছবির পরিচালকদের কাছেও আকর্ষণীয়। এই বাড়ীতে, এনার চার অধ্যায় ছবির শুটিং হয়েছে। আরো কিছু ছবির শুটিং হয়েছে।

বাড়ীটির বয়স খুব বেশী নয়। মাত্র ১১৬ বছর। তবে বাড়ীর রক্ষণা বৈশ্বক মোটামুটি হয়, তা দেখলেই বোঝা যায়। পাশেই রয়েছে, বিরাট জায়গা নিয়ে, পাঁচ খিলান বিশিষ্ট দুর্গাদালান। যেখানে প্রতি বছর দুর্গাপূজো হয়। তাদের পূজো এই বছরে ২১৮ তম বছরে পদার্পণ করবে। তবে দুর্গাদালানের বয়স অতটা নয় বলেই আমার মনে হলো।

এনাদের বাড়ীর কাছেই তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত সুন্দর বাঁধানো ঘাট আছে। যে ঘাট মণ্ডলদের ঘাট বা মণ্ডল ঘাট নামে পরিচিত। সেই ঘাটেই প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে ইচ্ছাপুর নেমে অটো বা টোটেটোতে ফেরিঘাট, মণ্ডলদের ঘাট বা মণ্ডলদের বাড়ীতে পৌঁছে যাই।

বিবিসি শ্রেষ্ঠ গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মুজুমদারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল

শঙ্করলাল কর্মকার

কবি, সঙ্গীতশিল্পী ও গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার পরলোকগমন করেন- ২০ আগস্ট, ১৯৮৬ সালে। ২০০৪ সালে বিবিসির জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০টি গানের

‘বাঁশির গুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি।’, ‘ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারো’, ‘এই পথ যদি শেষ না হয়’, ‘আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে’, ‘নেনে একবার এসেছিল নীরবে’- এমন অনেক জনপ্রিয় গানের গীতিকার



মধ্যে বাংলা গান মামা দে’র কণ্ঠে গাওয়া গীতিকার গৌরী প্রসন্নের গান স্থান পায় ‘কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’। ১৯৮৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে অনেকটা অভিমান থেকেই বলেছিলেন- ‘ক্যাব সাহিত্যের ইতিহাসে গীতি কারদের স্থান দেওয়া হয় না। এ বড় ক্ষোভের কথা। অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, মোহিনী চৌধুরী প্রমুখ গীতিকারদের কবি প্রতিভা সন্মুখে কারোর কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবু কবি সম্মেলনে কোন গীতিকারকে ডাকা হয় না। কবিতায় সুর দিলেই গান হয় না। গানের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ছাড়াও অত গান লিখতেন না। তিনি যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তা একটি গানের বইয়ের জন্য।’

বাংলার হিন্দু বাংলার খৃষ্টান বাংলার বৌদ্ধ বাংলার মুসলমান। ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’, ‘মাগো,ডাবনা কেনে, আমার তোমার শান্ত প্রিয় শান্ত ছেলে।’

গৌরী প্রসন্ন মজুমদার পাবনা জেলার ফরিদপুর উপ জেলার গোপালনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে কলকাতা চলে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবার পাবনায় ফিরে আসেন এবং সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। আবার কলকাতা ফিরে যান। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়ে গানের প্রতি বুকে পড়েন। এই সময় গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের লেখা ‘বধু গো এই মধুমাস’ গানটিতে শচীন দেব বর্মন নিজঃ সুর দিয়ে রেকর্ড করেন। ধীরে ধীরে গৌরীপ্রসন্ন গীতিকার হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

১৯৫১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। পরে আবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ.ডি.গ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধে এই শিল্পীর বিখ্যাত গান, শোন একটি মুজিবরের থেকে।

৬ শনিবার, ২২ আগস্ট ২০২৬

চিনির অগ্নিমূল্যে উৎসবের মিষ্টিমুখে শঙ্কা, আরও মহার্ঘ হতে পারে মিষ্টি-কেক-বিস্কুট

বিশেষ প্রতিবেদক : রাধিবন্ধন থেকে ভাইফোঁটা-সামনেই একের পর এক উৎসব। আর উৎসব মানেই মিষ্টিমুখ। কিন্তু এবার সেই মিষ্টির স্বাদে বাধ সাধতে পারে চিনির অগ্নিমূল্য। মাত্র ১২ দিনের ব্যবধানে প্রতি কেজি চিনির দাম প্রায় ১০ টাকা বেড়েছে। অর্থাৎ এক ধাক্কায় দাম বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। এই লাগাতার মূল্যবৃদ্ধিতে যেমন মাথায় হাত পড়েছে সাধারণ ক্রেতাদের, তেমনই উদ্বেগ বাড়ছে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মধ্যেও। বাজার বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, আগামী কয়েকদিনে চিনির দাম আরও বাড়তে পারে। চিনির এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। চলতি বছরে অনিয়মিত বর্ষার জেরে আশের উৎপাদন কিছুটা কমেছে। ফলে চিনি তৈরির জন্য মিলগুলিতে আশের সরবরাহও কমেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ইথানল উৎপাদনের বাড়তি চাহিদা। দেশে ইথানলের সরবরাহ বাড়তে গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উপাদান বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আশের রসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইথানল তৈরিতে ব্যবহার হওয়ায় চিনি



তৈরি হয়েছে। এর ফলে চিনি মিলগুলিতে আশের সরবরাহ কমার পাশাপাশি চিনির উৎপাদনেও প্রভাব পড়ছে। অন্যদিকে বাজারে চাহিদা রয়েছে আগের মতোই। উৎপাদন ও জোগানদের ঘাটতির কারণেই বাড়ছে দাম। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে মিষ্টি শিল্পে। রাধিবন্ধনের পরেই রয়েছে গণেশ

পুজো, দুর্গাপুজো, দীপাবলি এবং ভাইফোঁটার মতো বড় উসবা। এই সময় মিষ্টির চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ চিনির দাম এভাবে বাড়তে

শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সফট ড্রিস্ক এবং চিনি-যুক্ত এনার্জি ড্রিস্কের উৎপাদন খরচ বাড়তে পারে। সংস্থাগুলি সেই অতিরিক্ত খরচ সামাল দিতে পণ্যের দাম বাড়ালে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচে। পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে কারণ ভারত এতদিন শুধু দেশীয় চাহিদা মেটানোর মতো চিনি উৎপাদন করত না, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চিনি বিদেশেও রপ্তানি করত। কিন্তু আশের উৎপাদন কমে যাওয়া এবং ইথানল শিল্পে আশের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এ বছর সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় চাপ তৈরি হয়েছে। ফলে দেশীয় বাজারে ঘাটতি মেটাতে বিদেশ থেকে চিনি আমদানির কথাও ভাবতে হচ্ছে। অর্থাৎ উৎসবের মরশুমের আগে চিনির বাজারে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে মিষ্টিমুখের খরচ আরও বাড়ার আশঙ্কাই প্রবল। এখন নজর আগামী কয়েক সপ্তাহের বাজারদরের দিকে। চিনির দাম যদি উর্ধ্বমুখী থাকে, তাহলে রাধি-ভাইফোঁটার মিষ্টিমুখে স্বাদের সঙ্গে বাড়তে পারে সাধারণ মানুষের খরচের চাপও।

পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের এক অভাবনীয় সাফল্য, চলতি অর্থবর্ষের মাত্র সাড়ে চার মাসেই প্রায় ১০০ কোটি টাকার এনএফআর চুক্তি চূড়ান্ত

কলকাতা, ২১ আগস্টঃ একটি বড় আর্থিক ও কর্মসংস্থানের অগ্রগতির মাধ্যমে, পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশন চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম সাড়ে চার মাসে (১৯ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত) প্রায় ১০০ কোটি টাকার নন-ফেয়ার রেভিনিউ (NFR) বা অ-ভাা রাজস্ব অর্জনের চুক্তি চ্যাত্ত করেছে। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও নির্দেশনায়, এই ডিভিশন সুস্বচ্ছল রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, তাদের বাণিজ্যিক আয়ের ক্ষেত্রকে বৈচিত্র্যময় করেছে এবং রেলওয়ের সম্পত্তির সর্বোচ্চ সন্যাব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সান্দ্রেনার সক্রিয় তত্ত্বাবধানে, ডিভিশনজুড়ে একাধিক দূরদর্শী ও যাত্রী-কেন্দ্রিক পদক্ষেপ সফলভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। পার্শ্বলৈ এবং যে অ্যাড ইউজ চুক্তি বাদে মোট ১১০টি আয়ের চুক্তি প্রদান করা হয়েছে, যার মোট চুক্তিমূল্য

দাঁিয়েছে ৯৯,৫৬,৫৪,৮১৫.০৬ টাকা (১৮ জিসিটি সহ)। এই সামগ্রিক বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে ৩,৯৬,৭১,৩০৪.২২ টাকা মূল্যের ১১টি ক্যাটারিং চুক্তি, ১১,৮১,৭২,২৫২.৮৬ টাকা



মূল্যের ১৬টি প্রচার বা পাবলিসিটি চুক্তি, ৬৩,৬৩,৫০,৩৯৫.২৮ টাকা মূল্যের ৪০টি অন্যান্য এনএফআর চুক্তি, ৮,৫৪,৪০,৩৮০.৩৬ টাকা মূল্যের ২১টি মাল্টি-পারপাস স্টল চুক্তি এবং ১১,৬০,১২,৪৮২.৩৪ টাকা মূল্যের ১০২টি পার্কিং চুক্তি। এই ব্যাপক উদ্যোগের অংশ হিসেবে, বেশ কিছু অননুমোদিত পার্কিং স্থান

আনুষ্ঠানিকভাবে নিলামে তুলে নিয়মিত করা হয়েছে, পাশাপাশি বেদখল হয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ জবরদখল জমিও দ্রুত মুক্ত করে নতুন বাণিজ্যিক উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। এই প্রশাসনিক ও ক্যা স্থানগুলি স্টেশনের প্রবেশপথ এবং চত্বরকে প্রশান্তি করছে, ফলে যাত্রীদের চলাচলের জন্য পথগুলি অনেক বেশি প্রশস্ত, নিরাপদ এবং জ্যামুক্ত হচ্ছে। এছাা, সদ্য প্রদত্ত ক্যাটারিং এবং মাল্টি-পারপাস স্টল চুক্তিগুলি নিশ্চিত করে যে প্ল্যাটফর্মগুলিতে সহজেই উচ্চমানের খাবার, পানীয় এবং দৈন্যিগিন প্রয়োজনীয় অ্রস্বের জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। পরিশেষে, আধুনিক প্রচার পরিকাঠামো স্টেশনের আলো এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, যা সামগ্রিকভাবে যাত্রীদের আরও বেশি আরামদায়ক, নিরাপদ এবং মনোরম ভ্রাস্বাতের অভিজ্ঞতা প্রদান করছে। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিরাম মাঝি বলেন, এই অসাধারণ সাফল্য আমাদের নেতৃত্বাধীক্জে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উন্নত করার পাশাপাশি অ-ভাা থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সর্বাধিক করার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলওয়ের অবিচল প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন ঘটায়।

পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার গোঘাট-কামারপুকুর-জয়রামবাটি বিভাগ তারকেশ্বর এবং পরিদর্শন করলেন

কলকাতা, ২১ আগস্টঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুবিধা এবং জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে, পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল



ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে হাওড়ার ডিআরএম শ্রী বিশাল কাপুর এবং সারদ দত্তর ও ডিভিশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে, তারকেশ্বর এবং গোঘাট-কামারপুকুর-জয়রামবাটি বিভাগগুলি বিস্তারিতভাবে পরিদর্শন করেন। তারকেশ্বরে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের পূর্নর্মাণ কাজের অগ্রগতি

পর্যালোচনা করেন। পবিত্র শ্রাবণী মেলা সামনে রেখে, তিনি তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ভিড ব্যবস্থাপনা, পর্যালোচনা করেন। পবিত্র শ্রাবণী মেলা সামনে রেখে, তিনি তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ভিড ব্যবস্থাপনা, গোঘাট-কামারপুকুর-জয়রামবাটি বিভাগ ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময়, মহাবাবস্থাপক নতুন লাইন নির্মাণের চলমান অগ্রগতি মূল্যায়ন করেন। ভাবাদিঘিতে, তিনি প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেন। তিনি স্থানীয় বাসিণ্ডাদের জন্য একটি পৃথক রাস্তা তৈরি করা এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা-যার মধ্যে বিদ্যা, আলো, পাখা এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল অন্তর্ভুক্ত-উপলব্ধ করার মাধ্যমে জনসাধারণের দাবি পূরণ করার জন্য কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশ দেন। পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিরাম মাঝি বলেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা, সুবিধা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণকে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার মূল ক্ষেত্রবিধিতে রেখে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে পূর্ব রেলওয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ই-১০ ফেরানো হোক’, ইথানল বিতর্কের মাঝেই বললেন কেন্দ্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২১ অগস্টঃ মাইলেজ সমস্যায় জর্জরিত ই-২০ পেট্রোল। অভিযোগ উঠেছে, এই পেট্রলের জেরে খারাপ হচ্ছে গারির ইঞ্জিন। দেশজুড়ে চলতে থাকা বিতর্কের মাঝেই এবার এই ইস্যুতে মুখ খুললেন কেন্দ্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডি অনন্ত নাগেশ্বরণ ও আকাশ পূজারি। পুরনো গাড়ির জন্য ই-১০ পেট্রল (E১০ Petrol) ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। শুধু তাই নয়, দেশে খাদ্য এবং জ্বালানির ভারসাম্য খতিয়ে নেয়ার আবেদন জানিয়েছেন তারা। পুরনো দু’চাকার গাাগুলির জন্য ই-১০ পেট্রলের পক্ষে সওয়াল করে অনন্ত নাগেশ্বরন বলেন, ভারত আনুমানিক সাড়ে ৭ থেকে ৮

কোটি ২ চাকার যান রয়েছে। যেগুলি বিএস-৪ মডেলের। এর পুরনো কার্ভারের মডেলগুলি ইথানল মিশ্রণে থাকা অতিরিক্ত অক্সিজেনের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বালানির পরিমাণ সমন্বয় করতে পারে না। ফলে ইঞ্জিন কম জ্বালানি পায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত গরম হয়। পুরনো গারির রাবার মিলগুলিও ইথানল সহনশীল নয়। দীর্ঘসময় সেগুলি ইথানলের সম্পর্শে থাকলে নষ্ট হওয়ার সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন, ইথানল নীতিতে এই সমস্যা সমাধানে কম ইথানল মিশ্রিত পেট্রলের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে পাশপাশি থেকে কম ইথানল মিশ্রিত গুলানি কার্যত উধাও হয়েছে। তাই



ডিভিইনি বলল দাবি করছেন নাগেশ্বরন। বলেন, দাবি করা হচ্ছে, এটি মাইলেজ কমিয়ে দেয় এবং যন্ত্রাংশের ক্ষতি করে। এই

দাবি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এই বিষয়ে বেশকিছু পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, এটা ঠিক যে পেট্রলের তুলনায় ই-২০ জ্বালানিতে মাইলেজ কিছুটা কম, কিন্তু তার ক্ষতি এটা নয় যে এতে ইঞ্জিনের ক্ষতি হচ্ছে। যেহেতু ই-২০তে ২০শতাংশ ইথানল থাকে, তাই মোট শক্তি ক্ষয় হয় প্রায় ৬ থেকে ৭ শতাংশ। সোশাল মিডিয়ায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষয়ের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে, তা সঠিক নয়। তবে এসবের পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন নাগেশ্বরন। তা হল খাদ্য এবং জ্বালানির দ্বন্দ্ব। নাগেশ্বরনের মতে, ভারত সরকারের উচিত এই বিষয়টি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা। ই-২০ পেট্রলের বিকল্প, আমদানি

শাহি সাক্ষাতের পরেই সুর বদল?

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট : আসন পূর্নর্নির্নাস নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধিতার পর কি এবার অবস্থান নরম করছেন তামিল অভিনেতা তথা তামিলগা ডেপুটি কাজাগম (টিডিকে)-এর প্রধান বিজয়? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এমনই জল্পনা ছড়িয়েছে তামিলনাড়ুর রাজ নীতিতে। যদিও টিডিকে-র দাবি, দলের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

উত্তর-পূর্ব রেলের সময়সূচী পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ

গোরখপুর, ২১শে আগস্টঃ পরিচালনগত সুবিধার জন্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিতভাবে ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন, স্বল্প দূরত্বে যাত্রা শেষশুরু, সময়সূচী পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বারানসী বিভাগের গোরখপুর ক্যাণ্ট নমেন্ট-পানিয়াহওয়া সেকশনে গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট-উনাউলা (৭.৬৪ কিমি) স্টেশনের মধ্যে প্যাচ ডাবলিং চালুর পরিকল্পনতে, যার মধ্যে প্রি-নন-ইন্টারলক এবং নন-ইন্টারলক কাজ অন্তর্ভুক্ত, এবং ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে রেলওয়ে নিরাপত্তা কর্মিশনায়ের পরিদর্শনের কারণে। যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল -- ৩১শে আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে চালাচলকারী ৫৫০৯৫ নারকাটিয়াগঞ্জ-গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট যাত্রীবাহী ট্রেনটি বাতিল করা হবে। - ২০২৬ সালের ৩১শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোরখপুর ক্যাং টনমেণ্ট থেকে চালাচলকারী ৫৫০৩৬ গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট-সিওয়ান প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল করা হবে। - ২০২৬ সালের ৩১শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিওয়ান থেকে চালাচলকারী ৫৫০৩৭ গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট-সিওয়ান প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে। - ২০২৬ সালের ৩১শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিওয়ান থেকে চালাচলকারী ৫৫০৩৮ গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট-গোরখপুর ক্যান্টনমেন্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে। - ২০২৬ সালের ১, ২ এবং ৩রা সেপ্টেম্বর ছাপরা থেকে চালাচলকারী ৫৫০৫৫ ছাপরা-নাখা জঙ্গল প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে। - ২০২৬ সালের ১, ২ এবং ৩রা সেপ্টেম্বর গোরখপুর থেকে চালাচলকারী ৫৫০৫৬ গোরখপুর-ছাপরা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি বাতিল থাকবে। - ৫৫০৯৭ নারকাটিয়াগঞ্জ-গোরখপুর ক্যান্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে ১লা থেকে ৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত চলা বাতিল থাকবে। ৫৫০৯৮ গোরখপুর ক্যান্ট-নারকাতিয়াগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৩১শে আগস্ট থেকে ০৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত গোরখপুর ক্যান্ট থেকে চলমান বাতিল থাকবে। - ৬৫১১৫৬৫১১৬ ভাটনি-অযোধ্যা ধাম জং-ভাটনি মেমু ট্রেন ভাটনি আডাইহিজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইউজিসি-র চ্যেয়ারম্যান এম জগদীশ কুমার। এ ছাড়া শিক্ষাবিদ অনন্ত সহস্র বুদ্ধকেও এই কর্মটিতে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে স্থানীয় স্তরের উচ্চপাঠ্যেরে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্মটিতে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে স্থান পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ত্যাস এবং ম্যাকাউট-এর উপাচার্য যাম চব্বটী। শিক্ষান্বয়ের পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা ও কর্মসংস্থানের দিকটি মাথায় রেখে শিল্পজ্ঞ থেকেও একাধিক ব্যক্তিত্বকে এই টাস্ক ফোর্সে যুক্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে অন্যান্যে শিল্পপতি সঙ্কন জঙ্গল। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের একাধিক প্রবীণ অধিকারিক এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসাবে কাজ করবেন।

‘শুভেন্দু আমার বন্ধু, ফোন করলেই পারমিশন, চিঠি যায় পরে’

১-র পাতার পর-থাকা প্রয়োজন।’’ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী এসএসবির অনুষ্ঠানে এসেছেন-এটি উল্লেখ করে শাহ দাবি করেন, আগের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো জন্য জমির প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সরব হন শাহ। তাঁর দাবি, বিএসএফের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার বিষয়ে আগের সরকারের কাছে বারবার আবেদন করা হয়েছিল। এমনকী তিনি নিজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে গিয়ে জমি দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন বলেও জানান। শাহর বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি জানালেও শেষ পর্যন্ত জমি দেওয়া হয়নি। এরপরই বাংলার ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে শাহ বলেন, রাজ্যের মানুষ এমন একটি দলকে ক্ষমতায় এনেছেন যারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেয়। শুভেন্দু অধিকারী সরকারের ১০০ দিন পূর্তির সময় অমিত শাহর এই বক্তব্যকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক-দুই দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে সীমান্ত নিরাপত্তা ও কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের বিষয়টি সামনে এসেছে, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার বার্তাও প্রকাশ্যে এসেছে। বিশেষ করে ‘ফোন করলেই পারমিশন, চিঠি যায় পরে’-শাহর এই মন্তব্যে শুভেন্দু সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার গতি নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

‘বদলা নয়, ব্যবস্থার বদল’

১-র পাতার পর-রাজ্য সরকার যৌথভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ব্রিটিশ আমলের সিআরপিসি ও আইপিসি বাতিল করে নত্রে মোদি ও অমিত শাহের নেতৃত্বে আসা ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’-কে ‘বিপ্লবী পদক্ষেপ’ বলে বর্ণনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিগত দিনে বাংলায় একাধিক নারী নির্যাতন ও অমানবিক ঘটনা ঘটলেও আইনি দীর্ঘসূত্রতার কারণে সাজা কার্যকর হতে দেরি হত। কিন্তু ন্যায় সংহিতার আধুনিক প্রযুক্তি, স্বচ্ছতা এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার কারণে অপরাধীরা এবার দ্রুত উপযুক্ত শাস্তি পাবে। শিলিগুড়িতে আয়োজিত ‘ভারতীয় সংহিতা প্রদর্শনী’ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের সহায়তায় এই প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে যাতে ল কলেজের শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয় ও নতুন প্রজন্ম দেশের নতুন আইনি পরিকাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে। বাবা সাহেব আম্বেদকরের স্বধীন প্রদত্ত অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে এই তরুণ সাক্ষাজই আগামী দিনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। শেষে পশ্চিমবঙ্গকে ফের ‘ভারত-সেরা’ করে তোলার লক্ষ্যে নিশ্চর সংযোগিতা ও সার্থকনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

যাদবপুরের ঘটনায় তিন সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ যাদবপুরে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় অবশেষে একআইআর দায়ের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বৃহস্পতিবারই উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, গত দুই দিনের ঘটনায় যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে থানায় অভিযোগে এত দেরি কেন হচ্ছে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অবশেষে, ৩৭ ঘণ্টা পর শুক্রবার সকালে যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। একইসঙ্গে উচ্চপাঠ্যয়ের তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানিয়েছিলেন, ১৯ আগস্ট ও ২০ আগস্ট- এই দুই দিন ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় উচ্চপাঠ্যয়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। শুক্রবারই তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই মতেই এদিন তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কমিটিতে যে তিন সদস্য রয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের। জানা গিয়েছে, তিন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন নেভাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও একজন আধিকারিক। এদিকে, যাদবপুর থানায় যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে বুধবার রাত ১২টার পরে বহিরাগত কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটের সিসিটিভি ভাঙে। পরে তাঁরা অববিদ ভবনের কোলাসবেল গেটের সামনে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। একআইআর-এ এই অভিযোগগুলির উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ফলক ভাঙার অভিযোগ করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতীকী ফলক নিয়ে কবিরিত শুরু করেছেন অধ্যাপক। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রাজেশ্বর সিংহা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক্ষেপে খুশি। এটা একটি প্রাথমিক ধাপ। সিসিটিভি ভাঙে। যদি দেরিতে অণ্ডাঘাে নিয়ে আসা যায়, তাহলে সত্যি কারা দেবী, তা জানা যাবে। যদি আমার ভিতরের ছাত্রেরাও দেখ করে থাকেন, তাহলে তাদেরও শাস্তি হোক। বাইরের কেউ থাকলে, তাদেরও যেন শাস্তি হয়।’’ তাঁর আরও দাবি, ‘‘ফলক ভাঙার তদন্ত করা উচিত। বিচারবিভাগীয় তত্ত্বের দাবি করছি। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবি জানাচ্ছি।’’

‘এবিভিপি-র আদর্শের সঙ্গে এই কাজ কখনওই মিলতে পারে না’, শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণ এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক অশান্তি প্রসঙ্গে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতিত শমীক ভট্টাচার্য। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি অবশ্যই লাগু হবে এবং এই নিয়ে বিরোধীরা যে বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে, তা টেনে ধরতে অণ্ডাঘাে নিয়ে আসা যায়, তাহলে সত্যি কারা দেবী, তা জানা যাবে। যদি আমার ভিতরের ছাত্রেরাও দেখ করে থাকেন, তাহলে তাদেরও শাস্তি হোক। বাইরের কেউ থাকলে, তাদেরও যেন শাস্তি হয়।’’ তাঁর আরও দাবি, ‘‘ফলক ভাঙার তদন্ত করা উচিত। বিচারবিভাগীয় তত্ত্বের দাবি করছি। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবি জানাচ্ছি।’’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ সেবাশ্রয় দুর্নীতি মামলায় এখনই অভিযেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়। নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। সেবাশ্রয় দুর্নীতি-সহ মোট তিনটি মামলায় অভিযেককে অন্তর্ভুক্তি রক্ষাকবচ দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আপাতত ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই তিন মামলায় অভিযেকের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধানায় মোট ১৬টি একআইআর করা হয়েছে। এই একআইআর-এর বিরুদ্ধে চালাচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অন্তিকে। এর আগে ৫টি মামলায় রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন তৃণমূল সংসদ। আজ আরও তিনটি মামলায় রক্ষাকবচ পেলেন। এই তিনটির মধ্যে দু’টি বিশ্বপুত্র থানা ও একটি রবীন্দ্রনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। মূলত, জমি দুর্নীতি ও সেবাশ্রয় দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই একআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তবে, এই তিনটি মামলাতেও রক্ষাকবচ পেলেন অভিযেক।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE
I, Soma Das Baksi, W/O- Sumanta Das Baksi, resident of Sabitri Apartment, Ghourdourhati, P.O.-Snipalli, P.S.-Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713103, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SOMA RAKSHIT in all purpose vide Affidavit No.-113 dated 20/08/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Soma Das Baksi and Soma Rakshit both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, ANGELA AMBROSE(Old Name) W/O-Prakash Ambrose resident of 27, Elliot Lane, PS- Park Street, Kolkata-700018, West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from ANGELA AMBROSE to SAMEERA BEGUM and henceforth I shall be known as SAMEERA BEGUM in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 19/08/26. ANGELA AMBROSE and SAMEERA BEGUM all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Layala Pervin, W/O- Alamgir Ali Mallick resident of Laskar Dighi West, P.O.-Burdwan, P.S.-Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713101 do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as LAYALA PARVIN in all purpose vide Affidavit No.-1206 dated 20/08/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Layala Pervin and Layala Parvin both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MASUDA KHATUN BIBI, W/O-MD NIAMOTULLAH MALLICK, resident of Viji-Bostepola, P.O.-Untia, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713426, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MASUDA KHATUN in all purpose vide Affidavit No. - 1103, dated 20/08/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That MASUDA KHATUN BIBI and MASUDAH KHATUN both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Moulana Mohammad Niamtullah S/O- Abdur Rahaman Mallick, resident of Viji. Bostepola, P.O.-Untia, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713426, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MD NIAMOTULLAH MALLICK in all purpose vide Affidavit No.- 1104 dated 20/08/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Moulana Mohammad Niamtullah and MD Niamotullah Mallick both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ashok Samanta, S/O- Jibankrishna Samanta @ Jiban Krisna Samanta, resident of Harinarayanpur, Vidhyasagarpalp, P.O.-Burdwan, P.S.-Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713101 do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ASHOK KUMAR SAMANTA in all purpose vide Affidavit No. - 1105 dated 20/08/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Ashok Samanta and Ashok Kumar Samanta both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Gautam Rajput S/o Suresh Rajput Residing at 77, Durga Charan Mitra Street, Kolkata-90006 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name as Gautam Singh, in all purpose vide Affidavit No. - 1105 dated 20/08/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Gautam Rajput instead of Shanti Debi which is wrongly recorded in my mother's Death Certificate being No. HG013/2010/00348 dated 30.06.2025 and my father's actual name Suresh Rajput instead of Sureshchand Mehtal Singh which is recorded in the Death certificate issued by the Municipal Corporation of Greater Mumbai and Suresh Chandra Singh which is recorded in my Educational document and Suresh Chand Singh which is recorded in the Death Certificate of my Mother being No. HG013/2010/00348 dt. 30.06.2025, as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata Dated 20-08-2026. Gautam Singh, Gautam Kumar Singh and Gautam Rajput both are same identical person. Suresh Rajput, Suresh Chandra Singh and Sureshchand Mehtal Singh all are same identical person. Shanti Rajput and Shanti Debi both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Robikul SK, S/O Elahibaks SK, গ্রামঃ কুমারপাড়া, পড়াঃ সাগরপাড়া, থানাঃ নবহাট, রীড়হুদ, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। Rabiya Khatoon আমার মেয়ে। আমার সঠিক নাম Robikul SK, S/O Elahibaks SK, গ্রামঃ স্ক্রীল সঠিক নাম Rija Bibi. মেয়ের জন্ম স্মার্ট নিজেই আমার নাম Robikul SK লেখা আছে। ১১.০৮.২০২৬ তারিখ রায়পুরহাট এন্ডজিউডিভি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৫৪৬৮ নম্বর এন্ডজিউডিভি বয়স যোগ্যতা Robikul S and Rofikul SK, S/O Elahibaks SK এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।
নাম পরিবর্তন
আমি Hasnehna Bibi, W/O Md Safiur Rahaman Mallick, গ্রামঃ নবহাট, পানোয়েয়াপুর, থানাঃ নবহাট, রীড়হুদ ৭৫১৩৮৭ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার স্বামীর নাম Md Safiur Rahaman Mallick. আমার মেয়ে Sumaiya Khatoon এর জন্ম স্মার্টিকোর্টে ভুলকরণ বয়স আমার Safiur Rahaman Mallick লেখা হয়েছে। ২২.০৬.২০২৬ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিরপাড়া কোর্টের এন্ডজিউডিভি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এন্ডজিউডিভি বয়স যোগ্যতা Robikul S and Rofikul SK, S/O Elahibaks SK এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, MOHAMMAD SHIHABUDDIN, পিতা- JIHAHAQUE SHAIKH, সহ- Shukrabad, বঙ্গব- Jeshtha, গ্রাম- Nadhati, জেলা- Birbhum, এই নতুন যোগ্যতা করছি যে MOHAMMAD SHIHABUDDIN, MD SHIHABUDDIN এবং SHIHABUDDIN MONDAL একই ব্যক্তি, অর্থাৎ আমি নিজেই আমার PAN Card-এর নাম MD SHIHABUDDIN এবং আমার পুত্র ABUL HASAN ZAHAMAN-এর মারফত পশ্চিমবঙ্গ নথিভুক্ত নাম SHIHABUDDIN MONDAL হিসেবে নথিভুক্ত থাকায় ০৪.০৮.২০২৬ তারিখে Ld. Judicial Magistrate, 1st Court, Rampurhat-এর সমস্ত সংশ্লিষ্ট Affidavit No. 5195 অস্বীকার্য। আমার মূল গুলি একই ব্যক্তির দৈর্ঘ্য নয়। অতঃপর সন্ধান নথি ও প্রয়োজন আমি MD SHIHABUDDIN নামে পরিচিতি হব।

ভারতকে হারাতে দ্বিতীয় টেস্টে শ্রীলঙ্কার স্কোয়াডে বড় বদল

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ২১ আগস্টঃ ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি শ্রীলঙ্কার। প্রথম টেস্টে ১৬৫ রানের বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে তাদের। এর পাশাপাশি চিন্তা বেড়েছে চোটসমস্যায়। তবে দ্বিতীয় টেস্টে কামব্যাকের জন্য মরিয়া তারা। তাই স্কোয়াডে বড় বদল করল শ্রীলঙ্কা। স্পিনার-অলরাউন্ডার সাহান আরাচিগে এবং স্পেশ্যালাস্ট ব্যাটার কামিল মিশারা ডাক পেলেন স্কোয়াডে। আগামী ২৩ আগস্ট থেকে কলম্বোয় শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। বাদ পড়লেন কারা? স্পিনার-অলরাউন্ডার সাহান আরাচিগেকে ডাকা হয়েছে দলে। পাঁচটি ওডিআই এবং একটি টি২০ খেলা সাহান দলে এসেছেন রমেশ মেহিসের পরিবর্তে। জুলাই মাসে ভারতীয় ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ টিমকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ৩০ বছর বয়সি নজর সাহান। ওই সিরিজে ২০৯ রান করে দলের সর্বোচ্চ রানপ্রাপক ছিলেন তিনি। একটি সেঞ্চুরিও এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে। শ্রীলঙ্কার স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন উপ-অর্ডার ব্যাটার কামিল মিশারা। লক্ষ্য প্রিমিয়ার লিগে ভালো ছন্দে ছিলেন তিনি। সম্প্রতি মেজর ক্লাস টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ৭২ বলে ১৪৫ রানের ইনিংস খেলেছেন। এ বার লাল বলের ক্রিকেটে নজর কাড়ার চ্যালেঞ্জ ২৫ বছর বয়সি এই



ক্রিকেটারের সামনে। প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসেই হতাশ করেছেন নিশান ফার্নান্দো। তাঁর জয়গায় সুযোগ পেয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ওপেনে নামতে পারেন মিশারা। দ্বিতীয় টেস্টে পাখুম নিশঙ্কার খেলা নিয়েও এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। জুন মাসে কজিতে অল্লোপাচার হয়েছিল শ্রীলঙ্কার এই ডানহাতি ওপেনারের। বর্তমানে তিনি ম্যাচ ফিটনেসের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও নেটে ব্যাট করার সময়ে কজিতে ব্যথা ও অসুস্থি অনুভব করছেন। তাই পাঁচ দিনের টেস্টের ধকলের কথা মাথায় রেখে মেডিক্যাল টিম তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ। প্রথম টেস্টের পরে এ বার দ্বিতীয় ম্যাচেও তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন কুশল মেহিস ও দীনেশ চান্দিমাল। তবে তাঁদের পরিবর্ত হিসেবে নেপোহ্নি কাতুকে। চান্দিমালের জয়গায় দ্বিতীয় ম্যাচে সুযোগ পেতে পারেন পাসিন্দু সুরিয়ারাবাদনা।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য শ্রীলঙ্কার স্কোয়াড-লাহিরু উদার, কামিল মিশারা, পাসিন্দু সুরিয়ারাবাদনা, কানিন্দু মেহিস (সহ-অধিনায়ক), ধনঞ্জয় ডি সিলভা (অধিনায়ক), সাহান আরাচিগে, সোনাল দিনুশা, নিরোশান ডিকওয়েল্লা, কেশরা নুয়াশ্র, প্রভাত জয়সূর্য, মিলান রথনায়েকে, লাহিরু কুমারা, অসিখা ফার্নান্দো, বিশ্ব ফার্নান্দো।

ডুরান্ড ফাইনালের ডার্বির টিকিট বিক্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ফের মুখোমুখি হতে চলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এসজি। সেমিফাইনালে স্পোটিং ক্লাব দিল্লিকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে মোহনবাগান। ফলে আরও একবার ডুরান্ডের মধ্যে কলকাতা ডার্বির সাক্ষী হতে চলেছে ফুটবলপ্রেমীরা। ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে শহর জুড়ে। শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে অনলাইনে ডুরান্ড ফাইনালের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ২৫০ টাকা। মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সি-১, ডি-১, ডি-৬, সি-২, সি-৩ এবং ডি-১ ও ডি-৩ ব্লকের টিকিটের দাম ২৫০ টাকা। সি-৩ এবং ডি-২ ব্লকের টিকিটের দাম ৩০০ টাকা। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য রাখা হয়েছে বি-১, বি-৩, সি-১, বি-২, সি-৩ এবং সি-২ রাইট ব্লক। বি-১, বি-৩ ও সি-১ ব্লকের টিকিটের দাম ২৫০ টাকা। বি-২ ও সি-৩ ব্লকের টিকিটের মূল্য ৩০০ টাকা। সি-২ রাইট ব্লকের টিকিটের দাম ৩৫০ টাকা। বুকমাইশো থেকেও অনলাইনে টিকিট কাটতে পারবেন। কলকাতা ডার্বি মানেই আবেগ, ইতিহাস এবং গ্যালারির লড়াই। তার উপর যখন ম্যাচের মঞ্চ ডুরান্ড কাপের ফাইনাল, তখন উত্তেজনা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

টেস্টে হাফ সেঞ্চুরিতে সচিনকে ছুঁয়ে ফেললেন রুট



সংবাদ সংস্থা, লিডস, ২১ আগস্টঃ হেডিংলিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে রচিত হল নয়া ইতিহাস। সচিন তেণ্ডুলকারের অন্যা রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন জো রুট। বৃহস্পতিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ১১২ বলে ৬৬ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন ইংল্যান্ডের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার। আর তাতেই টেস্টে সর্বাধিক হাফ-সেঞ্চুরির তালিকায় সচিনের ঠিক পাশে বসলেন তিনি। কেরিয়ারের ১৬৭তম টেস্টে এসে মাস্টার ব্লাস্টারকে স্পর্শ করলেন এই ইংরেজ তারকা। দুজনেরই বুলিতে এখন সমসংখ্যক ৬৮টি অর্ধশতরান। বিশ্ব ক্রিকেটে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি হাফ-সেঞ্চুরির তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষে সচিন ও রুট। দুজনের ঠিক পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি শিবনারাইন চন্দ্রপাল। তাঁর অর্ধশতরান ৬৬টি। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে ভারতের রাহুল দ্রাবিড় এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার। দুজনেরই সংগ্রহে ৬৮টি করে হাফ-সেঞ্চুরি। এই লিস্টে রিকি পন্টিংও রয়েছেন, ৬২টি অর্ধশতক সমেত। দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যাক কালিস সামান্যই পিছিয়ে, ৫৮টি। এ ছাড়াও ইংল্যান্ডের অ্যালিস্টার কুক ৫৭টি,

ভারতের ভিভিএস লক্ষ্মণ ৫৬টি এবং শ্রীলঙ্কার কুমার সন্দাকা ৫২টি হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন। বর্তমানে সক্রিয় ক্রিকেটারদের মধ্যে একমাত্র রুটই এই প্রথম দশকে জায়গা পেয়েছেন। শুধুমাত্র হাফ-সেঞ্চুরি নয়। মোটের উপর পঞ্চাশোর্ধ্ব স্কোরের নিরিখেও সচিনের ঠিক পরেই জায়গা করে নিয়েছেন রুট। সেঞ্চুরি ও হাফ-সেঞ্চুরি মিলিয়ে টেস্টে সচিনের ১১৯টি ক্রিকেট প্লাস স্কোর। হেডিংলিতে ৬৬ রানের ইনিংসটি রুটের কেরিয়ারের ১০৯তম পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস। তাঁর বুলিতে ১০৬টি পঞ্চাশোর্ধ্ব স্কোর। পশ্চিমেরও সমান ১০৬টি স্কোর। দ্রাবিড় করছেন ৯৯টি। তবে সেঞ্চুরিতে রুপান্তরের হার বা কনভার্সন রেটে রুটের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে সচিন। সচিনের ৫২টি টেস্ট সেঞ্চুরির জবাবে রুটের বর্তমান সেঞ্চুরি ৪১টি। হাফ-সেঞ্চুরিতে ছোঁয়ার পাশাপাশি মোট রানেও সচিনের পিছু ধাওয়া করছেন ইংরেজ ব্যাটার। ব্যবধান ক্রমশ কমছে। সচিনের মোট রান ১৫,৯২১। অন্যদিকে রুটের বর্তমান সংগ্রহ ১৪,১৮০ রান। অর্থাৎ, সচিনকে টপকে সর্বকালের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হতে রুটের প্রয়োজন আরও ১,৭৪১ রান। অধিনায়ক হিসেবেও পঞ্চাশোর্ধ্ব স্কোরের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর গড়েছেন রুটে। অধিনায়ক থাকাকালীন এটি তাঁর ৪২তম পঞ্চাশোর্ধ্ব স্কোর। এই তালিকায় তিনি পাঁচোঁ শীর্ষে প্রেম স্মিথ (৬১), এরপর পন্টিং (৫৪), বর্ডার (৫১) এবং পাকিস্তানের মিসবাহ-উল-হক (৪৩)।

ইস্টবেঙ্গলে অন্য রূপে ফিরছে ইমামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ আগস্টঃ গত মরশুমে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইনভেস্টর সমস্যায় ভুগছে ইস্টবেঙ্গল। ৪ বছরের সম্পর্ক শেষ করেছে ইমামি। এখনও নতুন ইনভেস্টর জোগাড় করে উঠতে পারেনি লাল-হলুদ বাহিনী। তবে ডুরান্ড কাপ ফাইনালের আগে সুখবর। সব ঠিকঠাক থাকলে রবিবার ফাইনালের ডার্বিতে ইমামি থাকছে আনোয়ার-রশিদদের জার্সিতে। তবে ইনভেস্টর নয়, এই মরশুমে স্পনসর হিসেবে থাকবে ইমামি। যেটার শুরু হতে পারে ডুরান্ড ফাইনাল থেকেই যা নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, ক্লাবের দুঃসময়ে ইমামি সঙ্গে ছিল। আগামী সময়ে স্পনসর হিসেবেও ইমামি ক্লাবের পাশে থাকবে। সব ঠিকমতো চললে ফাইনালে লাল-হলুদ জার্সিতে ইমামির নাম থাকবে। ২০২২-এ ইমামির ইনভেস্টর হিসেবে ইস্টবেঙ্গলে পঞ্চাড়া শুরু হয়। তার আগে পর্যন্ত আইএসএলে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি লাল-হলুদ বাহিনী। তবে ইমামির আগমনে ২২ বছর পর দেশের সেরা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তখন অবশ্য আশা করা গিয়েছিল যে, আগামী মরশুমে লাল-হলুদের সঙ্গেই থাকবে ইমামি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্যেও ছিলেন আদিত্য আগরওয়ালার। ইমামির দায়বদ্ধতায় বহুবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন দেবব্রত সরকাররা। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের রোডঅ্যাপের অভাবের কারণে সেখিনে হাত ভুলে নেয় ইমামি। প্রবল আর্থিক দায়ভার এবং ভারতীয় ফুটবলের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে ইমামি নতুন মরশুমে আর প্রধান বিনিয়োগকারী হিসাবে থাকতে অগ্রহী নয়। এর মাঝে একাধিক ইনভেস্টর নিয়ে গুঞ্জন ছড়ায়। চর্চায় ছিল আমুলের নামও। সেটা অবশ্য হয়নি। তবে আর্থিক সমস্যার মধ্যেও দল গুছিয়ে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এবার ডুরান্ড ফাইনালের আগে স্পনসর হিসেবে যুক্ত হল ইমামি।

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস!

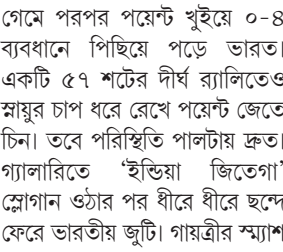
চিনা প্রতিরোধ ভেঙে পদক নিশ্চিত করলেন গায়ত্রী-তৃষা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ আগস্টঃ দীর্ঘ ১৫ বছরের খরা অবশেষে কাটল। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের মধ্যে ইতিহাস গড়ল ভারতের মহিলা ডাবলস জুটি। কোয়ার্টার ফাইনালে চিনের শক্তিশালী চতুর্থ বাছাই জিয়া ই ফ্যান এবং ঝাং শু জিয়ানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও তৃষা জলি। প্রথম সেমে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। টানটান তিন গেমের লড়াইয়ের পর ভারতের পক্ষে ম্যাচের চূড়ান্ত ফল ১৬-২১, ২১-১৫, ২১-১৩। এই জয়ের সুবাদেই বিশ্বমঞ্চে পদক নিশ্চিত হল। ২০১১ সালে অস্ট্রিন পোন্নাল্লা ও জালা গুটার ব্রোঞ্জ জয়ের পর এই প্রথম মহিলা ডাবলসে মেগা ইভেন্ট থেকে পদকের দেখা পেল দেশ। আগের তিনটি রাউন্ড অর্থাৎ, ৬৪, ৬২ এবং প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে স্ট্রেট গেমে অনায়াসে জিতে শেষ আটে উঠেছিলেন গায়ত্রীরা। প্রতিটি ম্যাচে শেষ হয় এক ঘণ্টার কম সময়ে। কিন্তু আজ চিনা জুটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সমীকরণ মোটেও সহজ

ছিল না। এর আগে এই জুটির বিরুদ্ধে তিনবার মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই পরাজয় জুটেছে। এদিনও শুরুটা রীতিমতো নড়বড়ে। প্রথম ও তৃতীয় নিখুঁত নেট প্লে-তে ৮-৯ ব্যবধানে লড়াইয়ে ফিরলেও শেষ পর্যন্ত প্রথম সেমটি ১৬-২১ ব্যবধানে হাতছাড়া হয় তাদের।

দ্বিতীয় গেমের সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে কোর্টে নামেন গায়ত্রী-তৃষা। শুরু থেকেই মরিয়া ও আক্রমণাত্মক কৌশল। ৪-৫ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় একটি ৪৮ শর্টের দীর্ঘ র্যালিতে পয়েন্ট জিতে ম্যাচে জাকিয়ে বসেন। বিরতির আগেই লিড নেয় ভারত। চিনা জুটিও

সহজে হাল ছাড়তে নারাজ। ১৫-১৪ অবস্থায় আরও একটি ৪৩ শর্টের রন্ধশ্রাস র্যালি জেতে ভারতীয় জুটি। কোচ পুন্নেলা গোপীচাঁদকে কোর্টের বাইরে থেকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিতে দেখা যায়। স্নায়ুর তীব্র চাপ সামলে ২১-১৫ ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম জিনিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান গায়ত্রীরা। তৃতীয় তথা নির্ণায়ক গেম ছিল চূড়ান্ত স্নায়ুর লড়াই। গ্যালারির গগনভেদী চিকার ভারতীয় জুটিকে আরও তড়িয়ে দেয়। প্রবল চাপের মুখেও মাথা ঠান্ডা রাখেন গায়ত্রী ও তৃষা। অন্যদিকে, ভারতের ধারাবাহিক আক্রমণে ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকে চতুর্থ বাছাই চিনা জুটি। প্রথম গেমের মতো আর কোনও সুযোগ না দিয়ে ২১-১৩ ব্যবধানে দাপটের সঙ্গে তৃতীয় গেম পেকেট পারেন তারা। সেইসঙ্গে নিশ্চিত হয় সেমিফাইনালের টিকিটও। গত তিনবারের হারের মধুর প্রতিশোধ নিয়ে চিনা প্রতিরোধে ছিন্নভিন্ন, দে। দশকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে নয়া ইতিহাস রচনা করলেন এই দুই তরুণ তুর্কি।



ঘাস উন্নত করতে হবে! মাঠ থেকে ফেডারেশনকে নির্দেশ ব্রাজিলের প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ আগস্টঃ দুই মাসও বাকি নেই। তার মধ্যেই শহরে অনুষ্ঠিত হবে হাই-ভোল্টেজ ব্রাজিল বনাম ভারত ম্যাচ। আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে ভিনিসিয়াসদের ব্রাজিলের মুখোমুখি হবেন সদেশ-আপুইয়ারা। ইতিমধ্যেই এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা চরমে। এর মধ্যেই গতকাল, বৃহস্পতিবার কলকাতায় এসে যুবভারতীর মাঠ, প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড, হোটেল পরিদর্শন করল

ব্রাজিলের ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল। তবে মাঠ নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নয় সেই দলের সদস্যরা। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে মাঠ পরিদর্শন করেন ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন পুরুষ জাতীয় দলের জেনারেল সুপারভাইজার সার্জিও ডিমাস দে অলিভেইরা ও জোসে ভিটার। মাঠ পরিদর্শনের পর ফেডারেশন ও রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তারা। সূত্রের খবর, মাঠের অসমান অংশ

নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বিশেষ করে মাঠের ঘনত্ব নিয়ে আপত্তি রয়েছে তাদের। মাঠকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে প্রতিনিধিরা জানান, ঘাসের ঘনত্ব আরও বাড়তে হবে। তা হলে ভিনিসিয়াস-সহ ব্রাজিলের ফুটবলদলে চোট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ব্রাজিলের প্রতিনিধিদের ফেডারেশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি মাঠে ডুরান্ড কাপের ম্যাচ হওয়ার ফলে পিচের অবস্থা একটু খারাপ আছে।

বলেন, “ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টা আরও বেশি চমকপ্রদ। কারণ, টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং এবং টেস্ট ব্যাটিংয়ের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত।” অনেকেই মনে করেন, আইপিএল-এর মতো মঞ্চ তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য আকর্ষক অর্থেই এক চমৎকার পাঠশালা। প্রচণ্ড চাপের মুখে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়, তা ফ্রান্সাইজি লিগ থেকেই শিখছেন তারা। বিশেষ তাব। আন্তর্জাতিক তারকাদের সঙ্গে একই ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ মিলছে। দেশি-বিদেশি কিংবদন্তিদের কাছ থেকে শেখা পেশাদারিত্ব তরুণদের পরিণত করছে। ফলে কম বয়সেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে ইন্সপাতকিটো আন্ড্রাইভার। শানিত হচ্ছে নিজস্ব ক্রিকেটীয় স্টিল। এই বিপুল আগ্রাসী মানসিকতা নিয়ে বড় হওয়া সত্ত্বেও, সাদা পোশাকে

মাঠে নামলে বর্তমান প্রজন্ম নিজদের অনায়াসে গুটিয়ে নিতে পারছে। যখন প্রয়োজন, তখন আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি আটকে রাখছে। দীর্ঘক্ষণ ক্রিকে কাটানোর দুর্দান্ত মানসিকতা দেখাচ্ছে। বর্তমান ভারতীয় টেস্ট দলে এমন একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন, যাঁরা মূলত ফ্রান্সাইজি ক্রিকেটের ফসল। কিন্তু লাল বলের অস্ত্রানাতেও তাঁরা নিজদের অপরিহার্য প্রমাণ করেছেন। ফরম্যাট অনুযায়ী নিজদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা বা খোলসের ভেতর ঢুকে যাওয়ার এই অদ্ভুত ক্ষমতাই আধুনিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সাদা বলের আগ্রাসন থেকে লাল বলের অভিজাত্য-এই দুইয়ের মাঝে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখছেন তরুণরা।



পড়ে থাকার মতো স্থির মনোযোগ। প্রাক্তন তারকার মতে, এই পার্শ্বকাটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে। মঞ্জুরের স্পষ্ট

ভূমসী প্রশংসা করতে গিয়ে নিজের চরম বিশ্ময় প্রকাশ করেন। মঞ্জুরের বলেন, “আধুনিক পপ গায়কদের যদি হঠাৎ রুপদী গান বা রাগ গাইতে বলা হয়, কাজটা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। কিন্তু এই প্রজন্মের ক্রিকেটাররা ঠিক সেটাই করে দেখাচ্ছে। এটা আমার কাছে আশ্চর্য্য একটা রহস্য। আইপিএল বা টি-টোয়েন্টি প্রজন্ম কীভাবে এত দারুণ টেস্ট ক্রিকেট খেলছে! বল এবং ব্যাটের লড়াই, দুটোতেই এরা সমান সাবলীল।” টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টির মেজাজ একেবারে আলাদা। কুড়ি ওভারের ক্রিকেট মানেই প্রথম বল থেকে নির্মম আক্রমণ। ব্যাটারদের দ্রুত রান তুলতে হয়। নিতে হয় অহরহ ঝুঁকি। উল্টোদিকে, টেস্ট ক্রিকেট দাবি করে চরম ধৈর্য। প্রয়োজন অসীম শৃঙ্খলা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে

চয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে নিজের চরম বিশ্ময় প্রকাশ করেন। মঞ্জুরের বলেন, “আধুনিক পপ গায়কদের যদি হঠাৎ রুপদী গান বা রাগ গাইতে বলা হয়, কাজটা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। কিন্তু এই প্রজন্মের ক্রিকেটাররা ঠিক সেটাই করে দেখাচ্ছে। এটা আমার কাছে আশ্চর্য্য একটা রহস্য। আইপিএল বা টি-টোয়েন্টি প্রজন্ম কীভাবে এত দারুণ টেস্ট ক্রিকেট খেলছে! বল এবং ব্যাটের লড়াই, দুটোতেই এরা সমান সাবলীল।” টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টির মেজাজ একেবারে আলাদা। কুড়ি ওভারের ক্রিকেট মানেই প্রথম বল থেকে নির্মম আক্রমণ। ব্যাটারদের দ্রুত রান তুলতে হয়। নিতে হয় অহরহ ঝুঁকি। উল্টোদিকে, টেস্ট ক্রিকেট দাবি করে চরম ধৈর্য। প্রয়োজন অসীম শৃঙ্খলা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিজে

অবসরের ৮ বছর পর আবার মাঠে ফিরছেন রোনাল্ডিনহো

সিরি সি-র ক্লাব রাভেনা এফসি-তে যোগ দেওয়ার পর ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুটবলার রোনাল্ডিনহো বৃহস্পতিবার ইতালিতে পৌঁছান। ৪৬ বছর বয়সী এই তারকা ক্লাবটিতে মালিকানার অংশীদার হলেও, শেষবারের মতো কোনো গোল করার লক্ষ্যে তিনি আবারও মাঠে ফিরবেন কি না-সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

সংবাদ সংস্থা, রাভেনা, ২১ আগস্টঃ অবসরের ঘোষণা এসেছে ২০১৮ সালে। তবে পেশাদার ফুটবলে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন তারও প্রায় তিন বছর আগে। এবার ১১ বছর পর আবারও মাঠে ফিরছেন রোনাল্ডিনহো। ব্রাজিলের কিংবদন্তি এই ফুটবলারের বয়স এখন ৪৬ বছর। ইতালির তৃতীয় বিভাগের ক্লাব রাভেনায় নাম লিখিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ইতালির রাভেনার একটি সমুদ্রসৈকতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ক্লাবটি। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেখানে হাজির হয়েছিলেন প্রায় ৬ হাজার দর্শক। দিনটির নামও দেওয়া হয়েছিল ‘রোনাল্ডিনহো ডে’। মধ্যে উঠে রাভেনার ১০ নম্বর জার্সি হাতে ছবি তুলেছেন ব্রাজিলের ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী তারকা। রোনাল্ডিনহোর সর্বশেষ পেশাদার ম্যাচ ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে, ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের হয়ে। এরপর ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণা দেন। মাঝের সময়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী ম্যাচ ও ফুটসালেও খেলেছেন তিনি। তবে পেশাদার দুনিয়ায় তিনি প্রাক্তন-এমনটাই দেখেছেন সবাই। সেই রোনাল্ডিনহোই এখন মাঠে নামার অপেক্ষায়। রাভেনায় পা রাখার দিনে তিনি বলেছেন, “সবুদের সঙ্গে এখানে থাকতে

পেরে আমি খুব খুশি। আমাদের এমন একটি দল আছে, যারা ভালো কিছু করতে পারে।” অবশ্য মাঠে নামার বিষয়টি এখনো শাওঁয়া করছি। যদি ৩০০তম গোলটি করতে পারি,



রোনাল্ডিনহো স্পষ্ট উত্তর দেননি, “আমি খেলব কি না, জানি না। সেটা শুধু কোচাই জানেন। ইতালিতে ফিরতে পেরে দারুণ লাগছে। আমি এখানে এসেছি সতীর্থদের জিততে সাহায্য করতে।” তবে নিজের

৩০০তম গোলের কথাও তুলছেন না। রোনাল্ডিনহো বলেছেন, “দেখতেই পাচ্ছেন, আমি ভালো ফিট আছি। ভালো অনুভব করছি। যদি ৩০০তম গোলটি করতে পারি,



তাহলে আরও ভালো হবে।” ব্রাজিলের হয়ে ৩৬ গোল করা রোনাল্ডিনহো বার্সেলোনায় ১৪ এবং এসি মিলানে ২৪ গোল করেছিলেন। খেলেছেন পি-এসজি, জিততে সাহায্য করতে।” তবে নিজের

কয়েকটি দলে। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ও গ্লোবোর তথ্য অনুসারে, ৭৮৭ ম্যাচে ২৯৯ গোল করেছেন রোনাল্ডিনহো। ফলে তিন শর ঘরে পৌঁছাতে একটি গোলই লাগে তাঁর। রোনাল্ডিনহোর রাভেনায় ফেরার পরিকল্পনার কথা প্রথম সামনে আসে গত জুনে, ২০২৬ বিশ্বকাপ চলার সময় মায়ামিতে। ক্লাবটির ইতালিয়ান-আমেরিকান মালিক ইগনাসিও সিপ্রিয়ানি তখন রোনাল্ডিনহোকে দলে নেওয়ার কথা জানান। ২০২৪ সাল থেকে রাভেনার মালিক সিপ্রিয়ানি বলেছেন, রোনাল্ডিনহো ক্লাবটির শেয়ারও কিনবেন। সিপ্রিয়ানির ভাষায়, এই প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে ‘রোম্যান্টিক’। আরও স্পষ্ট করে বললে রোনাল্ডিনহোর ক্যারিয়ারের শেষ গোলটি করানোর চেষ্টা। তবে এটাকে শুধু প্রারম্ভের কৌশল হিসেবে দেখছেন না তিনি, “মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এটা কোনো মার্কেটিং স্ট্রাট’ নয়। রাভেনা গত মরীসুমে ইতালির তৃতীয় বিভাগের ‘বি’ গ্রুপে তৃতীয় হয়েছিল। ২০০৮ সালের পর আবার ইতালির দ্বিতীয় বিভাগ সিরি ‘বি’তে ফিরতে চায় ক্লাবটি। নতুন মরসুমে রাভেনার প্রথম ম্যাচ সোমবার রোজিয়ানার বিপক্ষে। তবে এই ম্যাচে রোনাল্ডিনহোকে দেখা যাবে না বলে খবর লা গাজেত্তা দেন্নো স্পোর্তের।